শ্রীল বিষ্ণুদাস আচার্য্য বিরচিত

সিতাগুণকদম্ব

(ভূমি[illegible]

সং [illegible]

সম্পাদক

শ্রীহৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী এম, এ,

অধ্যাপক, দ্বারবঙ্গ মিথিলা কলেজ

নদীয়া মাণিক্যডিহি হইতে

শ্রীডোমন প্রসাদ গোস্বামী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

সন ১৩৪৬ সাল

প্রকাশকের নিবেদন

আচার্য্য বিষ্ণুদাস রচিত সিতাগুণকদম্ব প্রকাশিত হইল। ইহার অস্তিত্ব বহুকাল হইতেই লোকমুখে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। আমার পিতামহ (বর্ত্তমান বয়স ৭৮ বৎসর) শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর কাব্যতীর্থ মহাশয় স্বীয় পিতৃদেবের কাছে শুনিয়া এই গ্রন্থের যথেষ্ট সন্ধান করেন কিন্তু পান নাই। তাঁহার অন্যতম খুল্লতাও ৺ব্রজরাজ গোস্বামী মহাশয়ও তাঁহার নোটে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাকে সিতাগুণকাদম্বিনী বলিয়াই জানিতেন। রাখালরাজ গোস্বামী মহাশয়ের গৃহে আসল গ্রন্থ (যাহা প্রায় চারিশত বৎসর আগে লিখিত) আছে বলিয়া ইঁহাদের ধারণা ছিল। সেখানে অনুসন্ধানও করা হয়; কিন্তু আসল পুঁথি পাওয়া যায় নাই।

সন ১৩১৭ সালে শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন ভাগবতরত্নের গৃহ হইতে বর্ত্তমান পুঁথিখানি বাহির হয়। ইহা মূল পুঁথি হইতে ১১৯৬ সালে নকল করা এক পুঁথি। ইহা লইয়া গ্রামস্থ পণ্ডিতগণ যথেষ্ট আলোচনা করেন।

বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় ঐ পুঁথির সন্ধান পাইয়া বহুকষ্টে ১৩৪১ সালের ২৭ শে বৈশাখ তারিখে উহা উক্ত যামিনীমোহনের নিকট হইতে পাইতে সমর্থ হন। তদবধি প্রায় ছয় বৎসর কাল যাবৎ তিনি ইহার আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। এই গ্রন্থকে উপজীব্য করিয়া সম্পাদক মহাশয় অনেকগুলি প্রবন্ধ সাপ্তাহিক হিন্দু পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। একটী প্রবন্ধ বঙ্গশ্রী পত্রিকায়ও লিখিত হইয়াছিল।

বহু গ্রন্থের সাহায্যে তিনি এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। বহু গ্রন্থে অভাবও তিনি অনুভব করিয়াছেন সে কথা তাঁহার "নিবেদনে" ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রথমে এই গ্রন্থের ভূমিকা প্রদত্ত হইয়াছে—ইহাতে সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থ প্রাপ্তির ইতিহাস, গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের পরিচয়, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, ভাষা ও নূতন তথ্য, গ্রন্থকারের বংশধরগণ ও তাঁহাদের কুলজী তাঁহাদের বাসস্থান ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের বিবরণ ও অন্যান্য কথা লিখিত হইয়াছে; তৎপরে মূল গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তৎপরে টীকা। গ্রন্থের অশুদ্ধ বানানগুলি পার্শ্ব-টীকায় শুদ্ধ করা হইয়াছে। টীকায় বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও বিচার লিখিত হইয়াছে। টীকার পর পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে গ্রন্থোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকগুলি যতদূর পারা গিয়াছে শুদ্ধ করা হইয়াছে এবং সমস্ত শ্লোকেরই বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় তাঁহার চৈতন্য-চরিতের উপাদান নামক গ্রন্থে এই পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন।

নানা কারণে প্রথম সংস্করণে অনেক ত্রুটী রহিয়াগেল। ভগবানের ইচ্ছা হইলে ভবিষ্যতে এই ত্রুটী সংশোধনের বাসনা রহিল। এক্ষণে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ ইহাকে স্নেহচক্ষে নিরীক্ষণ করিলে কৃতার্থ হইব, ইতি।

মাণিক্যডিহি
নদীয়া
সন ১৩৪৬ সাল।

নিবেদক—
শ্রীডোমনপ্রসাদ গোস্বামী
প্রকাশক

৺মদনগোপাল গোস্বামি প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ সম্পাদিত চরিতামৃতের পাদটীকায় আছে "ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ইঁহার বাসস্থান নদীয়া জেলার মাণিদি গ্রাম।" ইনি অর্থাৎ বিষ্ণুদাস আচার্য্য।

এই বংশে অনেক সিদ্ধ মহাত্মা, সাধক এবং পুরাণপাঠক জন্মিয়াছেন। ৺মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় এই বংশেরই একজন পুরাণকথক ছিলেন। যৌবনে তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করেন, তথায় শ্রীশ্রীগোপেশ্বর মহাদেবের চতুষ্কোণ গৌরীপট্ট তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। গৃহে প্রত্যাগমন করার পর ১২৬৮ সালের ২৭ শে ফাল্গুন রবিবার তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্ম হয় এবং তিনি ঐ মহাদেবের নামানুসারে পুত্রের নাম গোপেশ্বর রাখেন।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর গোস্বামীই এই বংশীয়গণের মধ্যে প্রথম ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং এন্‌ট্রান্‌স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে প্রবৃত্ত হ'ন। তাঁহার কর্ম্মস্থলের সাহাবংশীয় জমীদারগণের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ইনিই স্বীয় পিতার নিকট শুনিতে পান যে আচার্য্য বিষ্ণুদাস বিরচিত গ্রন্থ সিতাগুণকদম্ব শ্রীযুক্ত রাখালরাজ গোস্বামী মহাশয়ের গৃহে আছে।

বাংলা ১৩১১ সালে গোস্বামী মহাশয় শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। তাঁহার কর্ম্মস্থল ভগীরথপুরের কয়েকজন জমীদারও তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। ঐ সময় একদিন সন্ধ্যার প্রারম্ভে তিনি ৺রাধাকান্ত মঠে দেবদর্শনে যান। তাঁহার অগ্রে ছিলেন বন্ধু ও জমীদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রলাল চৌধুরী। তখন কয়েকজন বৈষ্ণবভক্ত ঐ মঠের উচ্চ স্থানে বসিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়দ্বয়ের নিবাস?" ভূপেন্দ্রলাল বলিলেন—"আমার নিবাস

মুর্শিদাবাদ জেলার ভগীরথপুর গ্রামে। আপনার বাড়ীও কি সেইখানেই?" আত্মবিস্মৃত গোস্বামী মহাশয় "হাঁ" বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ভূপেন্দ্রলাল বলিলেন "না" ইঁহার বাড়ী নদীয়া জেলায় মাণিক্যডিহি গ্রামে। একজন বৈষ্ণব মহান্তঃ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "কোন্ মাণিক্যডিহি? কাটোয়ার সন্নিকটে এক মাণিক্যডিহি আছে তথায় গোস্বামি-সন্তানগণ অবস্থিতি করেন—ইহা আমরা অবগত আছি।" সোল্লাসে ভূপেন্দ্রলাল বলিলেন "হাঁ সেই মাণিক্যডিহিই এবং ইনিও তথাকারই একজন গোস্বামি-সন্তান। তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবসাধুগণ নামিয়া আসিয়া গোস্বামি মহাশয়ের চরণে নিপতিত হইলেন।

এই ঘটনার পর হইতেই বৈষ্ণব-সাহিত্য সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য কিছু কিছু পরিজ্ঞাত হইতে ইঁহার বাসনা হয়। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা প্রসিদ্ধ ভাগবতবক্তা স্বর্গীয় ললিতমোহন ৺বৃন্দাবনে গিয়া ৺সিতানাথ কুঞ্জে তত্রত্য সেবাইত জনৈক অদ্বৈতবংশ্য প্রভুসন্তান কর্ত্তৃক অত্যন্ত সমাদরে গৃহীত হন এবং উক্ত প্রভুসন্তান তাঁহাকে ইহাও বলেন যে "বিষ্ণুদাসও অদ্বৈতাচার্য্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ। তোমরা আমাদের বড়ই আপনার।" ইহার কিছুকাল পর হইতে ৺ললিতমোহন নিজ বংশকে (বিষ্ণুদাসবংশকে) ৺মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংযুক্ত বলিয়াই প্রচার করিতে থাকেন। কিন্তু সম্পর্কটী যে কিরূপ তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। ইহা স্থির করিবার জন্য অলক্ষ্যে বিধাতা অপর ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আনুমানিক এই সময়েই ইঁহাদের জ্ঞাতিভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন শান্তিপুরে ৺মদনগোপাল গোস্বামি মহাশয়ের নিকট বেদান্ত ও ভক্তিশাস্ত্র

অধ্যয়ন করিতেন। ৺মদনগোপাল গোস্বামি মহাশয়ও যতীন্দ্রমোহনকে বলিতেন "তোমাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক 'অতি মধুর' কোনও বিশেষ সম্পর্ক আছে।" যতীন্দ্রমোহনকে তিনি আসল কথা খুলিয়া বলেন নাই। কিন্তু তীক্ষ্ণধী যতীন্দ্রমোহনের ধারণা হয় যে তাঁহাদের ৺মদনগোপাল গোস্বামিমহাশয়ের গৃহে (রক্ষিত) হস্তলিখিত "অদ্বৈত-চরিত" গ্রন্থে এই সব তথ্যের এবং আরও অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান আছে। অধ্যয়নান্তে গৃহে ফিরিয়া যতীন্দ্রমোহন এই "সম্পর্কের" কথা প্রকাশ করেন।

ইহার পর হইতেই প্রাগুক্ত পণ্ডিতত্রয় এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামন দাস কাব্যতীর্থ ও অন্য কয়েকজন পুরাণপাঠক—৺নৃত্যগোপাল গোস্বামী, ৺বীরেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ গোস্বামী এবং কবিরাজ ৺নলিনীমোহন গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর গোস্বামী প্রমুখ মহাশয়গণ এ বিষয় লইয়া বিবিধ আলোচনা করিতে থাকেন।

সন ১৩১৬ সালের ২৮ শে চৈত্র সোমবার। ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া অনেক গৃহস্থের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। বহুকষ্টে শ্রীযুক্ত যামিনী-মোহন গোস্বামী তাঁহার গৃহের পুঁথিসমূহ রক্ষা করিলেন। অবশিষ্ট দ্রব্যাদিতে অগ্নিদেবের জঠর পূর্ণ হইল। দগ্ধসর্ব্বস্ব যামিনীমোহন পুঁথিগুলি দেখিতে দেখিতে একখানি পুঁথিতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন। ইহা বিষ্ণুদাসরচিত সিতাগুণকদম্ব। সোল্লাসে তিনি উহা যতীন্দ্রমোহনের হস্তে দিলেন। ক্রমে ললিতমোহন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাও ঐ পুঁথি লইয়া আলোচনা করেন।

ইঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমানযুগোচিত গবেষণা-রীতির সহিত ইঁহাদের সম্যক্ পরিচয় ছিল না। তাই পুঁথির স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হস্তাক্ষর, বাঁকা বাঁকা লেখা, সেকেলে বানান আর মধ্যে মধ্যে অশুদ্ধ সংস্কৃত তাঁহাদের বিরক্তি উৎপাদন করিল। বিশেষতঃ অশুদ্ধ সংস্কৃত পাণ্ডিত্যপ্রতিষ্ঠিত যতীন্দ্রমোহনের বড়ই অসহ্য হইল। তাঁহারা এই গ্রন্থ পুনরায় যামিনীমোহনের করেই অর্পণ করিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যামিনীমোহন উহা পুনরায় দপ্তরে বাঁধিয়া রাখিলেন।

কয়েক বর্ষ পরেকার কথা। বোধ হয় ১৩২৩ কি ২৪ সাল হইবে। এই বংশীয় যে সমস্ত মহাশয়েরা দেশে বিদেশে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কথকতা করিতেন তাঁহারা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন যে আচার্য্য বিষ্ণুদাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানিবার বড়ই প্রয়োজন। ইহা লইয়া তাঁহারা আলোচনাও করিতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একদিন কনিষ্ঠ প্রফুল্লকুমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর কাব্যতীর্থ মহাশয়কে বিষ্ণুদাসের জীবনী সঙ্কলন করিতে অনুরোধ করেন। মধ্যম ললিত-মোহনও এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। নানা অজুহাৎ দেখাইয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের অনুরোধ পালনে অসম্মত হইলেন। অনন্তর নানা আলোচনায় এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি হয়। সময় তখনও পূর্ণ হয় নাই। তাই এ ব্যাপার আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহাদের প্রচেষ্টা মূল্যহীন নহে কেননা যাহাকে ভগবান্ ঐ কার্য্যের নিমিত্ত চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার জন্য যে ইঁহারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেন তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

উদ্যোগ

গ্রন্থ প্রাপ্তির দ্বিতীয় পর্ব্ব লিখিতে বসিয়া আমি প্রথমেই সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণের সমীপে গললগ্নীকৃতবাসে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতেছি, কেননা এই প্রসঙ্গে আত্মকাহিনী কিছু বিবৃত করিতে হইবে। একেত আত্মকাহিনী প্রচার করা অন্যায্য তদুপরি আবার আমার অতীতের ইতিহাস, শুধু দৈন্য ও ব্যর্থতারই কাহিনী। ইহা আমার বৈষ্ণবী দীনতা নহে সত্যই তাহা "কলঙ্ক পানায়" সমাচ্ছন্ন তবুও উহা বলিতে হইবে নতুবা এই গ্রন্থ প্রাপ্তির ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিবে। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের কথাই আজ স্মরণ হইতেছে—

"আমি লিখি ইহা মিথ্যা করি অনুমান,
আমার শরীর কাষ্ঠ-পুতলী সমান।
বৃদ্ধ জড়াতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।"

বাস্তবিকই "শ্রীমদন গোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।"

কনিষ্ঠ বেদান্ত তীর্থ যখন জ্যেষ্ঠকে বিষ্ণুদাস-চরিত রচনা করিতে অনুরোধ করেন—তখন আমি বালকমাত্র—বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি। কিন্তু ঐ ব্যাপারে মনের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ভাবিলাম হয়ত কোনও দিন ঐ চরিত আমি পড়িতে পাইব, কিন্তু এ কথা ভাবিতে পা'র নাই যে ঐ কার্য্যের ভার একদিন আমারই দুর্ব্বল স্কন্ধে পড়িবে; আর ভাবিতে পারি নাই যে ঐ বোঝা বহিবার জন্য কতখানি মূল্য আমাকে দিতে

হইবে। পরবর্ত্তীকালে যখন সিতাগুণকদম্ব লইয়া উন্মত্ত হইয়া আছি তখন আমি সত্য-সত্যই কমলার ত্যজ্য পুত্র ; মনকে প্রবোধ দিই—

"চির দিন তোর হায় মা ভারতী ! কেন এ কুখ্যাতি ভবে,
যে জন সেবিবে ও পদ কমল সেই যে দরিদ্র হ'বে।"

কিন্তু যখন দারিদ্র্যের নিদারুণ কশাঘাত সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল তখন ভাবিলাম আর কেন ? তবে

"কি কাজ বাজায়ে বীণা কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘরূপে মনোরূপ ময়ুরে নাচায়ে ?"

আবার পরক্ষণেই আত্মসংবিৎ ফিরিয়া আসিল—দেখা দিল ব্রাহ্মণ্যের প্রক্ষীণ উত্তরাধিকারিত্ব—অমনই আগুন ভরা মন বলিয়া উঠিল—

হে দারিদ্র্য ! তুমি মোরে করেছ মহান্
তুমি ত দানিয়াছ মোরে খ্রীষ্টের সম্মান—
কণ্টক-মুকুট শোভা, দিয়াছ তাপস
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস।
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি বাণী ক্ষুরে ধার
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার।

বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা

সন ১৩২৫ সালের ফাল্গুনের শেষ। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া গৃহে ফিরিলাম। তখন দেশে "সেটেলমেণ্ট" (settlement) চলিতেছে। লোকের মুখে কেবলই শুনা যাইতেছে বাউণ্ডারী (boundary),

খানাপুরী, কিস্তাহার, বুজারত, এটেষ্টেশান (attestation), ডেপুটী (Deputy), কানুনগো, আমীন এবং ডিস্পুট (dispute)। এই উপলক্ষ্যে ললিত মোহন বিষ্ণুদাস ও তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-সমূহের বহুদিনঅপহৃত দেবত্র সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যাপৃত। একদিন তাঁহার কাছে শুনিলাম যে আচার্য্যবিষ্ণুদাসপ্রণীত একখানি গ্রন্থ আছে, উহার নাম সিতাগুণকদম্ব। উহা যামিনীমোহন গোস্বামীর হাতে আছে। ঐ গ্রন্থ দেখিবার ইচ্ছা হইল—কিন্তু নানা কারণে দেখা হইল না। দেখিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং দেখিবার যোগ্যতা তখনও জন্মায় নাই। সেটেলমেণ্টপ্রসঙ্গে কানুনগোকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইংরাজীভাষায় মাণিক্যডিহির গোস্বামিমহাশয়দিগের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিয়া দিলাম। তাহাতে সিতাগুণকদম্বেরও উল্লেখ করিয়া দিলাম। তারপর ঐ বিবরণী শ্রীযুক্ত গোবিন্দময় গোস্বামী বি, এ, মহাশয় (তখন বি, এ, ক্লাশের ছাত্র) সংশোধন করিয়াদেন এবং সিতাগুণকদম্ব তখনও পর্য্যন্ত আমি দেখি নাই বলিয়া ঐ বিবরণী হইতে ঐ গ্রন্থের নাম কাটিয়াদেন।

তারপর কয়েকবর্ষ অতীত হইল। নানা ঝঞ্জাবাত মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল।

সন ১৩৩৫ সালের কথা। তখন আমি বহরমপুর সহরে একটী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। স্থানীয় বৈষ্ণবসভার সভ্যবৃন্দ একপ্রকার জোর করিয়াই আমাকে তাঁহাদের মধ্যে টানিয়া লইলেন এবং বৈষ্ণব-শাস্ত্র লইয়া গবেষণা করিতে প্রবৃত্ত করাইলেন। ঐ বর্ষেই আমি বিদ্যালয়ের শিক্ষকহিসাবে বি, এ, পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করি। এরূপ ঘটনা অভিনব তাই উঁহারা প্রকাণ্ড সভা

করিয়া আমার উপর "শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার" কথা জানাইলেন এবং আমাকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবশাস্ত্রবিৎ শ্রীযুক্ত আশুতোষ হাটী, এম, এ. (ট্রিপল) এফ, আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু, শ্রীযুক্ত রাধারমণ গোস্বামী বেদান্তরত্ন, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামী বি, এল, শ্রীযুক্ত শিবনাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নীলমণিদাস মহান্তঃ ব্যাকরণপুরাণভক্তিতীর্থ, শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ঠাকুর, বি, এ, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রামরূপ অধিকারী ও মহান্ত শ্রীনিতাই চরণ দাস প্রভৃতি ঐ কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন।

তারপর সন ১৩৩৯ সালের কথা

এম, এ, পরীক্ষায় শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থক্রয়ের নিমিত্ত ২৩৫৲ টাকা পাইয়া বৈষ্ণব গ্রন্থই ক্রয় করিলাম এবং আলোচনা আরম্ভ করিলাম। কিন্তু কমলার কুটিল কটাক্ষে সবই ব্যর্থ হইল। উৎসাহ দাতা ললিতমোহন এবং প্রাচীন কাহিনীবেত্তা ব্রজরাজ গোস্বামী মহাশয়ও ঐ বৎসর দেহত্যাগ করিলেন। উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া গেল। প্রচেষ্টা ক্ষীণ হইল। ভাবিলাম এইবার "ইতি"। কিন্তু অলক্ষ্যে বোধ হয় বিধাতা হাসিতেছিলেন। সে কথা তৃতীয় পর্ব্বে বলিব।

তৃতীয় পর্ব্ব

প্রাপ্তি

সন ১৩৪০ সালের শেষ। একদিন যামিনীমোহনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কথা প্রসঙ্গে যামিনীমোহন সিতাগুণকদম্বের উল্লেখ করিলেন এবং আমাকে উহা দেখিতে দিতে চাহিলেন। ১৩৪১ সালের বৈশাখের প্রারম্ভে (তখনও গ্রন্থ পাই নাই) ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে বেদান্ততীর্থ মহাশয় বলিলেন যে উহার এক কপি রাখালরাজ গোস্বামী মহাশয়ের গৃহে আছে—এরূপ আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ মহাশয়ও দৃঢ়তার সহিত ঐ কথা সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন যে আর এক কপি শান্তিপুরের গোস্বামী মহাশয়-গণের গৃহে আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। ৺রাখালরাজ গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মনীন্দ্রনাথ উভয়েই তখন পরলোকে এবং পুত্র মথুরানাথ তখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকেরই যাত্রী। তবুও উহাদের গৃহের গ্রন্থরাজি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। স্বর্গীয় গোস্বামী মহাশয়ের অপর পুত্রত্রয়—হরিনাথ ও রাধানাথ উৎসাহ দিলেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ বিশেষ সাহায্য করিলেন। কয়েকখানি হস্তলিখিত ও বটতলার ছাপা গ্রন্থ দেখিতে পাইলাম। কিন্তু সিতাগুণ-কদম্ব পাইলাম না। তখন অগত্যা যামিনীমোহনেরই শরণাপন্ন হইলাম। ১৩৪১ সালের ২৭ শে বৈশাখ তারিখে যামিনীমোহন ঐ গ্রন্থ আমায় দেখিতে দিলেন। গ্রন্থ লইবার কালে দেখিলাম যে তাঁহার নিকট হস্তলিখিত আরও দুইখানি পুঁথি আছে। একখানি "সাধ্য-

একটী আদালত ছিল। ঐ ডিগ্রী পারস্য ও বঙ্গভাষায় লেখা। অক্ষর স্থানে স্থানে মুছিয়া বা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহাতে বুঝিলাম যে পলাশী আদালতে মাণিক্যডিহি নিবাসী এক গোস্বামীর সহিত হাট-গাছানিবাসী (হাটগাছা গ্রাম এখনও রহিয়াছে) এক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মামলা হয় এবং উহাতে গোস্বামী মহাশয়ই জয়ী হন। কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদী দ্বয়ের নাম পড়িতে পারিলাম না। পলাশী অতি প্রাচীন গ্রাম। ১৬৬০ অব্দে ভেনডেনব্রুক কর্ত্তৃক অঙ্কিত মানচিত্রে পলাশীর উল্লেখ দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে এই পলাশীই ১৭৫৭ অব্দের রণক্ষেত্র।

যামিনীমোহনের গৃহে দুইখানি হস্তলিখিত নক্সা দেখিতে পাই। একখানি পুরাতন এবং একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উহা হইতে জানিতে পারি যে গ্রামে রমানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় নামে একজন নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার বংশ লোপ পাইয়াছে। তাঁহাদের বিগ্রহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বর্ত্তমান সেবাইত পূর্ব্বোল্লিখিত বামনদাস ও যতীন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ দ্বয়।

এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধগোপেশ্বর গোস্বামী মহাশয়ের প্রমুখাৎ অবগত হই যে এই গ্রামে কিছুকাল পূর্ব্বে মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে এক বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতামহ বা প্রপিতামহ "কমলদত্ত হরণ" নামক একখানি বাংলা পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে নাকি কাপালিকগণের কথা ছিল এবং ঐ গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ গ্রন্থকারের নাম ছিল শ্রীযুক্ত নীলকমল চক্রবর্ত্তী

কমলদত্ত হরণ দুইভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং গোস্বামী মহাশয় ঐ গ্রন্থ কিছু কিছু পড়িয়াছিলেন। উহাতে অনেক প্রাচীন তথ্যও ছিল; কিন্তু চেষ্টা করিয়াও ঐ গ্রন্থের সন্ধান পাইলাম না। মাণিক্যডিহি গ্রামনিবাসি ৺ভূষণচন্দ্র সরকারের নিকট মুদ্রিত গ্রন্থের দুইভাগই ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়।

তবে গোস্বামী মহাশয় মুখে মুখে উহা হইতে যে দুই একটী শ্লোক বলিলেন তাহাতে বুঝিলাম যে মাণিক্যডিহি গ্রাম এককালে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। তিনদিকে গঙ্গা, বিগ্রহ সমূহের সুশোভন মন্দিররাজি আর হরি নাম সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি সে সময় গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিল। গ্রামে তিনটী টোলও ছিল। একটী ৺রমানাথ তর্ক-বাগীশের, একটী পূর্ব্বোক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষের আর একটী ৺ভগবানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণের। উহা তাঁহার পুত্র চন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত।

চন্দ্রভূষণের জ্যেষ্ঠপুত্র ৺চণ্ডীভূষণ সাংখ্যরত্ন পাইকপাড়া রাজবাড়ীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। কনিষ্ঠ অহিভূষণ স্মৃতিরত্ন নবদ্বীপ বিবুধজননী সভার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কালের কুটিল গতি আজ গ্রাম খানিকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা সহকারে উল্লেখ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত হরেরাম গোস্বামী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ গোপাল গোস্বামী মহাশয়ত্রয় পুস্তক প্রাপ্তি এবং পুস্তকস্থ তথ্য রাজির প্রচার বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

সিতাগুণকদম্ব

গ্রন্থের পরিচয়

১

১৩৪১ সালের ২৮ শে বৈশাখ। ঐ দিন রাত্রিকালে গ্রন্থ দেখিতে আরম্ভ করিলাম। অনভ্যাসবশতঃ প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। অশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক দেখা দিতে লাগিল—উহা পরে সংশোধন করিব স্থির করিয়া বাংলাই পড়িতে লাগিলাম। গ্রন্থ সাত অধ্যায়ে বিভক্ত দেখিলাম। উহা পুঁথির আকারে ২৯ পাতা মাত্র। গ্রন্থের ভাষা আমাকে বড়ই মুগ্ধ করিল।

"তোমার লাগিয়া সেই ভানুর নন্দিনী
বিরহে আকুল সদা না রহে পরাণী
তুমিত সমুদ্র রাধা নবরসনদী
তোমাতে পশিতে সেহো চাহে নিরবধি।

নানা আলোচনার পর বুঝিলাম যে গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের পরিকল্পনা বিদগ্ধমাধব হইতেই গৃহীত। "তথাহিশ্রীরূপ গোস্বামিচিরণৈঃ" বলিয়া গ্রন্থকার তাহা হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। আচার্য্য যদুনন্দনের শ্লোকও ২।১ টি তুলিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যান্য স্থান হইতেও কয়েকটি শ্লোক আসিয়াছে। স্থানে স্থানে বিদগ্ধ মাধবের শ্লোক না লইয়া তাহার ভাবার্থ বাংলা পয়ারে লেখা হইয়াছে। সে সব স্থান গ্রন্থের পশ্চাদ্ভাগে টিপ্পণী অংশে আমি দেখাইয়াছি। ফলতঃ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের

পরিকল্পনা বিদগ্ধমাধব হইতেই গৃহীত। উহাতে শ্রীরাধার প্রেমে ঋণী শ্রীকৃষ্ণ ঋণ-শোধের জন্য শ্রীরাধার "ভাবকান্তি অঙ্গীকার" করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন—এই তথ্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। একটি শ্লোকে ঐ বিষয় বিষ্ণুদাস অতি সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন—"ভাব গ্রহণ আর ভার হরণ"। ভাব গ্রহণ অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার এবং ভার হরণ অর্থাৎ ধরাধাম হইতে পাপের ভার হরণ। ইহাই গৌর-অবতারের কার্য্য। এ অবতারে পাপীর বিনাশ হয় নাই—বিনাশ হইয়াছিল পাপের। তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ তাঁহার চৈতন্য চন্দ্রামৃতে এই অবতারের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।

২

গৌর অবতারের অন্যতম লীলা-সহচর অদ্বৈত প্রভু। তিনিই আরাধনা করিয়া গৌরকে আনয়ন করেন। বিষ্ণুদাস এ বিষয় অতি মধুররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অদ্বৈত আচার্য্যের পরিচয়, তাঁহার পিতার নাম ও জননীর নাম, জন্মভূমি এবং তাঁহার পশ্চিম বঙ্গে আগমন এ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে কয়েকটি নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। প্রথমেই জিজ্ঞাসু অদ্বৈত প্রভু আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন কোথায়? বিষ্ণুদাস বলেন যে তাঁহারই পিতার বাড়ীতে; পিতার নাম মাধবেন্দ্র আচার্য্য। কুলিয়ার সন্নিকটে বিষ্ণুপুর গ্রামে আচার্য্যের বসতি ছিল। সপ্তমুনি ঐ বিষ্ণুপুরে গঙ্গার তীরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সপ্তমুনি ঘাট গঙ্গাতীরে তখনও ছিল। এ বিষয়ের উল্লেখ ভক্তি রত্নাকরেও দেখা যায়। সেখানে লিখিত হইয়াছে যে কুমারহট্টের সন্নিধানে গঙ্গাতীরে সপ্তমু নিবিশ্রাম করিয়াছিলেন। সিতাগুণকদম্ব ও ভক্তি রত্নাকর এই উভয় গ্রন্থের পাঠ মিলাইয়া আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়

যে দক্ষিণে কুমারহট্ট ও উত্তরপূর্ব্বে কুলিয়া এই উভয় গ্রামের মধ্যস্থলে বিষ্ণুপুর গ্রাম। ঐ গ্রামের গঙ্গাতীরে সপ্তমুনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুর গ্রামে আচার্য্য মাধবেন্দ্রের বাড়ী ছিল; কুমারহট্টে শ্রীল ঈশ্বরপুরী ও শ্রীবাস পণ্ডিতজীর, কুলিয়ায় ঠাকুর দেবানন্দের এবং অনতিদূরে কাঞ্চনপল্লীতে (বর্ত্তমান কাঁচড়া পাড়ায়) সেন শিবানন্দের বসতি ছিল। ঐ বিষ্ণুপুর গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে। অদ্বৈতাচার্য্য বিষ্ণুদাসের পিতা মাধবেন্দ্র আচার্য্যের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন; পাশের গ্রামেই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিবাস। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ও শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য উভয়েরই গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে মাধবেন্দ্র আচার্য্য ও মাধবেন্দ্র পুরী অভিন্ন। আর একটি বিষয় এখানে বিবেচ্য। শ্রীমন মহাপ্রভুর গৃহে রঘুনাথ শিলা ও বালগোপাল বিরাজিত ছিলেন। লোচনের চৈতন্যমঙ্গলেও তাহার উল্লেখ দেখা যায়, যথা—"রঘুনাথ চরণে সমর্পিলুঁ তোমা।" ঐ শিলাও ৺গোপাল নবদ্বীপে ৺শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে নাই; বিষ্ণুদাসের বংশধরগণের গৃহে আছে। বোধ হয় আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরীর পুত্র বলিয়াই বিষ্ণুদাস উহা পাইতে পারিয়াছিলেন।

৩

অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সিতাদেবীর বিবাহে বিষ্ণুদাস ঘটক ছিলেন। সিতাদেবীর নামের বানানে এই গ্রন্থে হ্রস্ব ইকার দেখা যায় এবং তাহার কৈফিয়ৎও গ্রন্থকার দিয়াছেন। সিতাদেবীর জন্ম তারিখ ও তাঁহার পিতার নাম এই গ্রন্থে ঠিক-ঠিক লিখিত আছে। এ বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে এর একটু মতভেদ দেখা যায়। অদ্বৈত প্রকাশ ও

ভক্তিরত্নাকর মতে সিতাদেবীর পিতা নৃসিংহ। কিন্তু বিষ্ণুদাস বলেন যে নৃসিংহ অদ্বৈত জননী নাভাদেবীর পিতা। সিতার পিতার নাম গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। শ্রীমহাপ্রভুর জন্মগ্রহণ কালে তথায় সিতাদেবীর উপস্থিতি এ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর জন্ম তারিখ কোনও গ্রন্থে দেখা যায় না। কিন্তু এই গ্রন্থে ২৩ শে ফাল্গুন জন্ম দিন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনায় ঐ দিন অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ বিষয় সবিশেষ টীকায় উল্লেখ করিয়াছি। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী এম, এ, মহোদয় গণনা করিয়া ঐ তারিখই স্থির করিয়াছেন। তাঁহার পত্র টিপ্পনীতে তুলিয়া দিয়াছি।

এ গ্রন্থের মতে অদ্বৈত প্রভু গোপেশ্বর মহাদেবের এবং সিতাদেবী যোগমায়ার অবতার। ইঁহাদের ছয়টী পুত্রের কথা এ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এ বিষয় অদ্বৈত প্রকাশের সহিত ইহার মতসাম্য আছে। কৃষ্ণমিশ্র যথার্থ সিতাদেবীরই পুত্র—ইহা উভয় গ্রন্থকারেরই অভিমত। আচার্য্যের ষষ্ঠপুত্রের নাম ছিল "রূপসখা"—তিনিই বৈষ্ণব সমাজে দলাদলির নেতা ছিলেন ; ইহা এ গ্রন্থে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অদ্বৈত প্রকাশেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। প্রচলিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থসমূহে আচার্য্যের পুত্রগণনাপ্রসঙ্গে লেখা আছে—"আর পুত্র রূপশাখা জগদীশ নাম"। সিতাগুণকদম্ব পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এত দিন ধরিয়া চরিতামৃতের ভুল পাঠ চলিয়া আসিতেছে। উহা "আর পুত্র রূপসখা জগদীশ নাম" হইবে। লিপিকর প্রমাদেই "সখা" "শাখায়" পরিণত হইয়াছে। অদ্বৈত প্রকাশেও এই ছয় পুত্রেরই নাম পাওয়া যায়। তাহাতে ষষ্ঠ পুত্রের নাম রূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বিষ্ণুদাস অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহেই বরাবর ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য পরে শান্তিপুরে আসিয়া বাড়ী করিলে বিষ্ণুদাস ঐ বাড়ীতেই অবস্থিতি করিতে থাকেন। তিনি অদ্বৈত প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনগোপাল বিগ্রহের অর্চ্চনা করিতেন। এই সব কারণে বিষ্ণুদাস অদ্বৈতাচার্য্যের পালিত পুত্র বলিয়াই তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে পরিচিত। এই কারণেই কবি কর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বিষ্ণুদাসকে অদ্বৈত-তনয় বলিয়াছেন।

৪

সিতাগুণকদম্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদ্যাশিক্ষার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে থাকিয়া শ্রীকাশিনাথ সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়াদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই কাশিনাথ সার্ব্বভৌমই বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইনি বাসুদেব সার্ব্বভৌম হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ইঁহারই ছাত্র ছিলেন—বাসুদেবের নহে। সন ১৩৩৬ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ, মহাশয় এবিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যে পৃথক্ ব্যক্তি তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। এই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পরিচয় আমরা এই গ্রন্থে পাইতেছি। অদ্বৈত প্রকাশের বিবরণের সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোভাব এ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া জয়ানন্দ ও লোচনের চৈতন্যমঙ্গলদ্বয়, অদ্বৈত-প্রকাশ এবং ভক্তিরত্নাকরে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। অদ্বৈত-প্রকাশ ও লোচন উভয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রভুর তিরোভাবের কথা লিখিয়াছেন। আর বিষ্ণুদাস, জয়ানন্দ ও ভক্তিরত্নাকর শ্রীশ্রীটোটা গোপীনাথের

মন্দিরে প্রভুর তিরোভাব বর্ণনা করিয়াছেন। টীকায় এ বিষয়ে বিচার করা হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কথোপকথন প্রসঙ্গে দেবীর উক্তি এই গ্রন্থে ও লোচনের গ্রন্থে একইরূপ দেখা যায়; লোচনের লীলা-নিকেতন কো গ্রাম ও শ্রীখণ্ড বিষ্ণুদাসের আবাসস্থল কুলীন গ্রাম ও মাণিক্যডিহি হইতে বেশী দূরে নহে। বিষ্ণুদাস যে শ্রীলনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীখণ্ডে গিয়াছিলেন তাহাও প্রেমবিলাসে লিখিত আছে। সুতরাং বিষ্ণুদাস ও লোচন যে পরস্পর পরিচিত—এমন কি ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন—ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কাজেই উভয় গ্রন্থের মধ্যে একইরূপ লেখা থাকা বিচিত্র নহে। লোচনের গ্রন্থের সহিত জয়ানন্দের গ্রন্থেরও একস্থানে অদ্ভুত মিল আছে। তাহা আমি এই গ্রন্থের টীকায় প্রদর্শন করিয়াছি।

শ্রীচরিতামৃতের ভাষার সহিত স্থানে স্থানে ইহার মিল আছে। বিষ্ণুদাসের প্রভাব যে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের উপর পড়িয়াছিল তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। কারণ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় পরবর্ত্তী কালের লোক। তাঁহার লীলা-নিকেতন ঝামটপুর মাণিক্য-ডিহি হইতে মাত্র পাঁচ মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দেখা যায়। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন "নৈহাটীসমীপেতে ঝামটপুর গ্রাম।" এই নৈহাটী গ্রাম এখনও মাণিক্যডিহির অল্পদূর ব্যবধানে গঙ্গার তীরে বর্ত্তমান। এখানে বর্ত্তমানে "কালরুদ্র" নামক শিবের মন্দির আছে। ইহা সে কালে প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। দনুজ মর্দ্দন নামে এক রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। রাজধানীর চিহ্নও আজিও সেখানে অনুমান করা যায়। এই নৈহাটীতেই শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামিচরণদ্বয়ের

পিতৃদেবের আবাস ছিল। সুতরাং নৈহাটী, ঝামটপুর ও মাণিক্যডিহি-বাসিগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে—ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

তারপর বিষ্ণুদাস প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। অদ্বৈতপ্রকাশ একথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যের সন্নিধানে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন; বহুভক্ত ঐ পাঠ শুনিতে আসিতেন। আর অদ্বৈত মঙ্গল প্রণেতা শ্যামদাস ঐ স্থানে কীর্ত্তন গাহিতেন। সুতরাং বিষ্ণুদাসের নাম বাংলা দেশে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল—ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় বিষ্ণুদাস শ্রীলমাধবেন্দ্র পুরীর পুত্র। শেষ বয়সে তিনি শ্রীবৃন্দাবন-ধামেও গিয়াছিলেন। সুতরাং তত্রত্য বৈষ্ণব-সমাজেও তাঁহার যথেষ্ট আদর ছিল। কাজেই কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের উপর যে তাঁহার প্রভাব পড়িবে উহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ?

৫

অদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থ প্রণেতা ঈশান নাগর অদ্বৈতভবনে থাকিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বিষ্ণুদাস লিখিয়াছেন। ঈশান ৺মদনগোপাল বিগ্রহের জল যোগাইতেন। পরে তিনি সিতাদেবীর আদেশে ঝাঁটপাল গ্রামে গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা প্রকটিত করেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন জানুরায়। ঝাঁটপাল বর্ত্তমান ঢাকা জেলায় অবস্থিত। ঈশান-অদ্বৈত-প্রকাশে এসমস্তই স্বীকার করিয়াছেন। তবে ঝাঁটপালের নাম উল্লেখ করেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে নিজ গন্তব্য স্থান পূর্ব্বদেশ বলিয়া লিখিয়াছেন। ঈশানের বংশধরগণ কিন্তু বর্ত্তমানে ঝাঁটপালেই বাস করেন এবং ঈশানও ঐ স্থানেই বাস করিয়াছিলেন। আর তিনি নিজের সঙ্গীর নাম দিয়াছেন জগদানন্দরায়। জগদানন্দরায় ও জানুরায় যে একই ব্যক্তি তাহা বলাই বাহুল্য।

বিষ্ণুদাস অচ্যুতানন্দ কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য রক্ষিত দুগ্ধপানের

কথা সবিস্তরে লিখিয়াছেন। ঈশান তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্যের ছয় পুত্রের উল্লেখ উভয়ে করিয়াছেন। বিষ্ণুদাস ও ঈশান উভয়েই যদুনন্দনের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। ঈশানের গ্রন্থে বিষ্ণুদাসের নাম ও তাহার পাণ্ডিত্যের উল্লেখ আছে। উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া পাঠ করিলে বুঝা যায় যে অচ্যুতানন্দের আদেশে বিষ্ণুদাস অদ্বৈত-গৃহিণী সিতাদেবীর চরিত-কথা সিতাগুণকদম্ব প্রণয়ন করেন, আর উঁহারই আদেশে ঈশান অদ্বৈত-প্রকাশ রচনা করেন। সিতাগুণকদম্ব অদ্বৈত-প্রকাশের অনেক আগে রচিত হইয়াছিল। ১৪৪৩ শাকে অচ্যুত স্বপ্নে বিষ্ণুদাসকে ইহা রচনা করিতে আদেশ করেন। গ্রন্থ অবশ্য ইহার কয়েকবর্ষ পরে রচিত হয়; ১৪৫৪ শাকে বিদগ্ধমাধব রচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধান ১৪৫৫ শাকের আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে। সিতাগুণকদম্বের প্রথম অধ্যায়ের পরিকল্পনা বিদগ্ধমাধব হইতেই গৃহীত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধানও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও নানা কারণে ইহা কিছু পরেলিখিত বলিয়া মনে হয়। এবিষয়ে টীকায় বিচার করা হইয়াছে। ঈশানের গ্রন্থে তাঁহার পুত্রদিগের উল্লেখ নাই। কিন্তু বিষ্ণুদাসের গ্রন্থে ঈশানের তিন পুত্রের উল্লেখ দেখা যায়। অমৃতবাজারের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্ব-নিধি মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত অদ্বৈতপ্রকাশের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমরা ঈশানের তিন পুত্রেরই উল্লেখ দেখিতে পাই; আর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামের সহিতও এই গ্রন্থের বর্ণনার সামঞ্জস্য দেখা যায়।

৬

বিষ্ণুদাসের গ্রন্থের আর একটী বিশেষত্ব এই যে ইহাতে জঙ্গলী ও

নন্দিনীর পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিষ্ণুদাস বলেন ইঁহারা আদৌ পুরুষ ; জঙ্গলীর পূর্ব্বনাম যজ্ঞেশ্বর। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ আর নন্দিনীর পূর্ব্বনাম নন্দলাল, ইনি জাতিতে শূদ্র। উভয়ে সাধনার বলে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা ব্রজলীলায় বীরা ও বৃন্দা নামে সখীদ্বয় ছিলেন। সাধনার বলে লিঙ্গান্তর প্রাপ্তি নূতন কথা নহে। এখনও মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে ইহার কথা শুনা যায়। ৺মদনগোপাল গোস্বামি-প্রমুখ পঞ্চদশজন পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও কাল্না হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের পাদ টীকায়ও জঙ্গলী ও নন্দিনীর আদৌ পুরুষত্বের কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে তবে তাঁহারা ইঁহাদের পূর্ব্বনাম প্রদানে সমর্থ হন নাই। বিষ্ণুদাস জঙ্গলীর লীলাক্ষেত্র গৌড় অঞ্চল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিকই মালদহ জেলায় জঙ্গলীর শ্রীপাট আজিও বর্ত্তমান। লোকনাথের সীতাচরিতেও ইঁহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভক্তি-সাধনার প্রণালীও বিষ্ণুদাস স্বগ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

৭

গ্রন্থের শেষে বিষ্ণুদাস নিজের কার্য্যকলাপ কিছু লিখিয়াছেন। তিনি সিতাদেবীর আদেশে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইহা অবশ্য ১৪৫৬ শাকের কথা। তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবন দর্শনান্তে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতে থাকেন এবং কুলীন গ্রামে বাস করতঃ বসু রামানন্দের সঙ্গে সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হন। বিষ্ণুদাসের "গোবিন্দের সেবা কর মূর্ত্তি প্রকাশিয়া", "আসিয়া করিনু পুনঃ গোবিন্দ সেবন" এই উক্তি দ্বয় হইতে বুঝা হয় যে তিনি শুধু শ্রীবিগ্রহই স্থাপন করেন ; শ্রীমতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি শান্তিপুরে শ্রীমদনগোপালের অর্চ্চনা করিতেন, তাই

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ যে রূপ ও নামে শ্রীমদনগোপালের অনুরূপ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। বিষ্ণুদাসের শ্রীবিগ্রহ আজিও বর্ত্তমান। ঐ বিগ্রহ আকারে ও বর্ণে ঠিক মদনগোপালের মতই। নাম শ্রীনবনী গোপাল। উহা গোপালাকৃতি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ; বামে রাধিকা নাই। উঁহার সঙ্গে শ্রীমহাপ্রভুর অর্চ্চিত শ্রীরঘুনাথশিলা ও বালগোপাল আজিও রহিয়াছেন।

৮

বিষ্ণুদাসের গ্রন্থের ভাষা অতি চমৎকার। ইহা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ইহার মাধুর্য্য পাঠককে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। শব্দবিন্যাস অতি মনোরম। বৈষ্ণবপদাবলীসুলভ রসানুভূতি ইঁহার রচনাতেও হইয়া থাকে।

বিষ্ণুদাস বিদগ্ধমাধবের কয়েকটী শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করিয়াদেন। কয়েকটী শ্লোকের ভাব-গ্রহণও করিয়াছেন। কিন্তু কোনও স্থানেই তাঁহার লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিতে ত্রুটী করেন নাই।

পদাবলী রচয়িতা ঠাকুর যদুনন্দন দাস বিদগ্ধমাধবের শ্লোক লইয়া অনেকগুলি পদাবলী রচনা করিয়াছেন। বিষ্ণুদাস স্বগ্রন্থে যে সমস্ত শ্লোক বিদগ্ধমাধব হইতে লইয়াছেন তাহাদের বঙ্গানুবাদ নিজে করিয়াছেন। বিষ্ণুদাসের অনুবাদ যদুনন্দনের পদাবলী হইতে কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে। নিম্নে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত হইল।

বিদগ্ধমাধব

(ক) প্রাকৃত—অত্তং লিহস্মি ডহনে লভহং রঙ্গণলদং লিহন্তস্মি,
কা পড়ি আরে জুত্তী মুক্কিঅ সামঘণুল্লাসং।

চ৫৩৩/ তা; ৩/৬/১৩৬৭

সংস্কৃত—অত্তুংলিহে দহনে শোভনাং রঙ্গণ লতাং লিহতি,
কা প্রতিকারে যুক্তিমুক্তা শ্যামঘনোল্লাসং।

যদুনন্দন—এ ভুমি আকাশ, ভরল হুতাস বহুয়ে প্রচণ্ড জ্বালা।
তার মাঝে যেন কোমল রঙ্গণ লতার বসতি ভেলা।

কি কহিব আমি আর।
মনে বিচারিয়া বুঝ তুমি ইহা কৈছে হয় প্রতিকার।
মো পুনি বুঝিনু, বুঝিয়া জানিলু দঢ়াই করিয়ে সার।
শ্যামঘন বিনে ইহার জীবনে উপায় না দেখি আর।

বিষ্ণুদাস—আকাশ প্রজ্জ্বলিত স্পর্শিত অগ্নিময়।
রঙ্গণের মালা তার মাঝে কৈছে রয়।
সজল নবীন মেঘ যদি দয়া করে।
অনল নিভায় মালা বাঁচিতে সে পারে।

(খ) পৌর্ণমাসী—জরত্যাস্ত্বং নপ্ত্রী, সতু কমলয়া লালিতপদঃ।
কথঙ্কারং তস্মৈ মুহুরসুলভায় স্পৃহয়সি।
প্রসীদ ব্যাহারে মম রচয় চেতো দিবিচরং।
গ্রহীতুম্ পাণিভ্যাম বিধুমহহ মাভূঃ কুতুকিনী।

যদুনন্দন—কহে ভগবতী, শুনিয়া এমতি, আরত বচন তার।
তুমি সে সুধনি, মুখরা নাতিনী সে হরি ভুবন সার।
কমলা লালিত, পদ সুললিত, সুলভ না হয় সে,
আমার বচন, শুনহ এখন হৃদয়ে বান্ধহ যে।
আকাশের চাঁদে ধরিবার সাধে, হাত পশারহ কেনে।
এ সব কৌতুকে, ক্ষমা দেহ বুকে, বিচারিয়া নিজ মনে।

বিষ্ণুদাস—পূর্ণমাসী কহে এই সব অকারণ
পরশিতে চাহো চাঁদ হইয়া বামন।
কোন হেতু হয় তোমার এত অহঙ্কার
না জানি ব্রজের মাঝে গৌরব তোমার
বৃন্দাবনে যুবতী বড়াই সবে মানি।
সবে মাত্র হও তুমি তাহার নাতিনী।
লক্ষ্মী সেবা করে সেই শ্রীকৃষ্ণচরণ
সে কৃষ্ণ পাইতে বাঞ্ছা কর কি কারণ।
সে আশ ঘূচাহ শুন আমার বচন
অন্য প্রতিকারে দুঃখ কর নিবারণ।

(গ) ময়াতে নির্ব্বন্ধান্মুরবিজয়িনি রাগ পরিহৃতো
ময়ি স্নিগ্ধে কিন্তু প্রথয় পরমাশী স্তুতিমিমাং।
মুখামোদোদ্গারে গ্রহিলমতিরদ্যৈবহি যতঃ
প্রদোষারম্ভে স্যাম্ বিমল-বনমালা মধুকরী।

যদুনন্দন—এ বচন শুনি, কহে সুবদনী, হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা।
অতি গদগদ, আধ আধ পদ, মুখে না নিকলে কথা।
শুন ভগবতি, এই মোর মতি, নির্ব্বন্ধ কহিনু তোঁহে।
এ মোর পরাণ, ভেল পরাধীন, তা বিনু না রহে দেহে।
সে হরি বদন, সৌরভ মদন, হরিল সে মতি মোর।
সে তনু মাধুরী, বচন চাতুরী, কে কহু তাহারও ওর।
শুন ভগবতি, আশীসহ অতি, করহ চিত্তের সনে।
সে হরি গলায়, ও নব মালায়, মধুকরী হও মেনে।
গোধূলি সময়ে, গোরজ ভরয়ে, গোবিন্দ অলকা কেশে
সেরূপ ভারিতে, আপনার চিতে, না ধর ধৈরযলেসে।

এই সববানী, কহিতে সুধনী, আবেশ হইল গায়।
আকুল হইয়া, কহয়ে ডাকিয়া, বিশাখা দেখিয়া তায়।

বিষ্ণুদাস—রাধা কহে ঠাকুরাণী করি নিবেদন।
কৃষ্ণ প্রীতি নিরাশা করি মোর মন।
কিন্তু এক আশীর্ব্বাদ চাহিয়ে তোমার।
এহি ক্ষণে মৃত্যু যেন হয় গো আমার।
মরিয়া ভ্রমরী হইয়া তার বনমালে
রহিব পাইব কৃষ্ণ মুখ পরিমাণ।

(ঘ) বিদগ্ধমাধব (প্রাকৃত)—ভঅবদি! পরিত্তাহি পরিত্তাহি। ইঅং উত্তাণিদণেত্তা কিম্পি দারুণং দসাবিশেসং লহেদি রাহী।

(সংস্কৃত)—ভগবতি! পরিত্রায়স্ব! পরিত্রায়স্ব! ইয়ম্ উত্তানিত নেত্রা কিমপি দারুণং দশাবিশেষং লভেতে রাধা।

যদুনন্দন—দেখ ভগবতি, ধনি আনমতি, লভিল দারুণ দশা।
উত্তান নয়ন, হইল এখন কহয়ে কেমন ভাষা।
এ দশা হইতে তরাহ ত্বরিতে, চরণে ধরিয়ে তোর।
দেখি পৌর্ণমাসী, অতিবেগে আসি, রাধিকা করিল কোর

বিষ্ণুদাস—এত বলি রাই তবে পড়ে মুরছিয়া।
বিশাখা আকুল হৈল সে দশা দেখিয়া।
ছলছল আঁখি ভগবতী প্রতি কহে।
পরিত্রাণ কর দেবি নিবেদিল তোহে।

(ঙ) হা ধিক্! হা ধিক্! কেয়ং বলাদাকৃষ্টা মহাবিপৎকালসর্পীতি। বৎসে! সমাশ্বসিহি, সমাশ্বসিহি। ভাবাভিব্যক্তয়ে প্রোৎসাহিতাসি। তদিদং আকর্ণত্যাম্।

অমিত বিভবা যস্য প্রেক্ষা লবায় ভবাদয়ো
ভুবনওরবোঽপ্যুৎ কণ্ঠাভিস্তপাংসি বিতন্বতো
অহহ গহনাদিষ্টানান্তে ফলং কিমভিষ্টুবে
সুতনু স তনু যজ্ঞে কৃষ্ণ তবেক্ষণতৃষ্ণা।

যদুনন্দন—বিপত্তি দারুণ, কালভুজঙ্গম, গরলে জারিল তোমা
আমার বচন, শুনিয়া এখন, চিতে দেহ তুমি ক্ষমা।
এ তুয়া ভাবের, জানিতে ব্যাভার, পরিহাস কৈনু তোরে।
সত্যকথা শুন হরি বিবরণ, যৈছন ভৈগেল ভোরে।

যে হরি বৈভব, নহে অনুভব, দরশ রসের আশে
করে জপতপ, ক্ষিতিগুরুভব, সতত যোগির বেশে।
তুমি পুণ্যবতী, কি কহিব অতি, সে হরি তোমারে ভাবে
করয়ে অতনু, জাগরিয়া তনু, তোমা দরশনে তবে।

বিষ্ণুদাস—হায় হায় ধিক্ মোরে কি কাজ করিল
বিপদরূপ কাল সর্পী আপনি ধরিল।
পুনরপি ভগবতী সদয় হইয়া
রাধারে আপন কোলে নিল উঠাইয়া।
আশ্বাসিয়া কহে বাছা দুঃখ না ভাবিহ মনে
পরিহাসে কহিনু কথা কৈতব বচনে।
যথার্থ কহিয়ে তবে কর অবধান
তোমাসম ভাগ্যবতী নাহি বৃন্দাবন।
শিব বিরিঞ্চি যার চরণ ধেয়ায়
সে হরি তোমার রূপ সদয় ঘেয়ায়।

(চ) তদ্বার্ত্তোত্তরগীতিগুম্ফিতমুখো বেণুঃ সমন্তাদভূৎ
ত্বদ্বেশোচিতশিল্পকল্পনময়ী সর্ব্বা বভূব ক্রিয়া।
তন্নামনি বভূবুরস্য সুরভী বৃন্দানি বৃন্দাটবী।
রাধে তন্ময় বল্লি মণ্ডনঘনা জাতাস্ত কংসদ্বিষঃ।

যদুনন্দন—তোমার চরিত, গায়ে অবিরত, বেণু করি নিজমুখে।
তোমার সমান, করে বেশগণ, তোমা মানে আপনাকে।
ডাকে ধেনুগণে, ভরমে সেখানে, লইয়া তোমার নাম।
শয়নে স্বপনে, কিবা জাগরণে, তোরে নিরখিয়ে শ্যাম।
এ ভূমি গগন, তরু লতাগণ, তোমায় মানয় হরি।
এ যদুনন্দন, কহয়ে নবীন, অনুরাগ বলিহারি।

বিষ্ণুদাস—বংশীস্বরে সদা করে তোমার গুণগানে
তোমার লাবণ্য বিনে না হেরে নয়ানে
রহি কহে রাধা মোরে দয়া কি করিবে।
এপদপল্লবছায়া মোরে নাহি দিবে।

আচার্য্য যদুনন্দনের কবিতা পদাবলী আকারে রচিত; কাজেই ইহ সঙ্গীতের উপযোগী; আর আচার্য্য বিষ্ণুদাসের কবিতা অনেকটা আক্ষরিক অনুবাদ। তা হইলেও ইঁহার কবিতা মাধুর্য্য শূন্য নহে। বিদগ্ধ মাধবের আরও কয়েকটী কবিতার ভাবানুবাদ বিষ্ণুদাস করিয়াছেন। দু একটী উদ্ধৃত হইল—

(১) "পথে ছিল পতি তরু দূরে তেয়াগিল।
ধর্ম্মরূপ সেতুবন্ধ হেলায় ভাঙ্গিল।

(২) তোমার মুখের বাক্য নারিকেলের জল।
মন্দ-হাসি কর্পূরেতে হয়েছে মিশাল।

শ্রবণেতে পান করি রাই বিনোদিনী।
সে বিষ জালায় মরে না রহে পরানী।

(৩) শ্রীমূর্ত্তি পরশ যদি কূপোদ বা হয়।
অবজ্ঞা না করে লোকে চরিতামৃত বলি খায়।

সুতরাং ভাষার চাতুর্য্যে, ভাবের মাধুর্য্যে ও নূতন তথ্যের সমাবেশে বাস্তবিকই সিতাগুণকদম্ব ভরপূর হইয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থকারের চরিত-কথা

সিতাগুণকদম্ব রচয়িতা বিষ্ণুদাস আচার্য্যের নামোল্লেখ কয়েকখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আছে—

(ক) "ভাগবত আচার্য্য আর বিষ্ণুদাস আচার্য্য"

প্রভুপাদ ৺মদনগোপাল গোস্বামি প্রমুখ পঞ্চদশজন পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও কালনা হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পূর্ব্বোলিখিত পয়ারের পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—বিষ্ণুদাসাচার্য্য ; ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ; ইঁহার বাসস্থান নদীয়া জেলার মানিদিগ্রাম।

৺রাধিকানাথ গোস্বামী মহোদয় সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ঐ পয়ারের পাদটীকায় আছে—"বিষ্ণুদাসাচার্য্য দুইজন। একের সন্তান মাণিক্যডিহির গোস্বামিগণ ; ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। অপরের সন্তান কাঁদিখালির গোস্বামিগণ ; ইনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। এই দুই গ্রাম কাটোয়ার নিকট ভাগীরথীর উভয়তটে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

আমি এই গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি সন ১৩৪১ সালের ২৭ শে বৈশাখ তারিখে মাণিক্যডিহি নিবাসী বিষ্ণুদাসবংশীয় শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন গোস্বামি ভাগবত-রত্ন মহাশয়ের গৃহ হইতে আবিষ্কার করিয়াছি।

(খ) চরিতামৃতের মধ্য লীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আছে—

"হরিদাস **বিষ্ণুদাস** রাঘর যাঁহা গায়।"

২। শ্রীলঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীঈশান নাগর কৃত অদ্বৈত প্রকাশের দশম অধ্যায়ে আছে—

(ক) শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দেখি অলৌকিক কার্য্য
তাঁর স্থানে মন্ত্র লৈলা **বিষ্ণুদাসাচার্য্য**
শ্রীমদ্ভাগবত তিঁহো পড়ে প্রভুর স্থানে
অনেক বৈষ্ণব আইল সে পাঠ প্রবণে।
নন্দিনী প্রভৃতি শ্রীমান্ বাসুদেব দত্ত।
তাঁর স্থানে মন্ত্র লইয়া হইলা কৃতার্থ।

(খ) অদ্বৈতপ্রকাশেরই আর এক স্থানে আছে—

"শ্যামদাস বিষ্ণুদাস শ্রীযদুনন্দন
আর যত অদ্বৈতের প্রিয়শিষ্যগণ
শান্তিপুরে আসি সভে প্রভুর চরণে
অষ্ট অঙ্গে প্রণমিয়া করিয়া স্তবনে।

৩। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে আছে—

মহাপ্রভুঃ—শ্রীকান্ত! ততস্ততঃ কেতেই দৃষ্ট পূর্ব্বাঃ?

শ্রীকান্ত—প্রভো! অদ্বৈতাচার্য্যস্য পুত্রা **বিষ্ণুদাসাদয়ঃ**। অন্যশ্চাদ্বৈত-সঙ্গে কশ্চিদখিলজনপ্রিয়ঃ শ্রীনাথনামা। (শ্রীনাথ শিবানন্দসেন মহোদয়ের দীক্ষাগুরু)।

৪। ভক্তি-রত্নাকর দশম তরঙ্গে আছে—

(ক) "অচ্যুতের সঙ্গে আইলা ভাগবত মত
তাঁ সবার নামগুণ কে কহিবে কত।
শ্রীকানুপণ্ডিত আর দাস নারায়ণ।
বিষ্ণুদাসাচার্য্য কামদেব জনার্দ্দন।

(খ) নবম তরঙ্গে—বিষ্ণুদাস নন্দন পণ্ডিত পুরন্দর।

৫। প্রেম বিলাসের ১৯ শ বিলাসে দেখা যায়—
শান্তিপুর হইতে আইলা দুই মহাশয়।
গোপাল অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত তনয়।
তার সঙ্গে আইলেন ভক্তগণ কত।
তবে কিছু কহিলাম করিয়া বেকত।
কানু পণ্ডিত **বিষ্ণুদাস আচার্য্য** জনার্দ্দন।

৬। নরোত্তম বিলাসের অষ্টম বিলাসে আছে—
শ্রীঅচ্যুতানন্দ যথা চলিলা ভোজনে।
নামমাত্র কহি যে বসিলা তাঁর সনে।
শ্রীঅচ্যুতানন্দের অনুজ শ্রীগোপাল।
প্রেমভক্তিময় যেঁহ পরম দয়াল।
শ্রীকানু পণ্ডিত **বিষ্ণুদাস** নারায়ণ।

৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "গোবিন্দদাসের করচা" গ্রন্থের ৮৪ পৃষ্ঠায় আছে—

"**বিষ্ণুদাস** পুরীদাস, আর দামোদর।"

সিতাগুণকদম্বের মধ্যে বিষ্ণুদাস স্বীয় বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রদান করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের পশ্চিমবঙ্গে আগমন প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

"তবে কতোদিনে গোঁসাই আইলা গঙ্গাতীরে
উপনীত হইল আসি মাধবেন্দ্র ঘরে।
বিষ্ণুপুরে মাধবেন্দ্র আচার্য্য আলয়।
বুদ্ধিহীন মূঢ় আমি যাঁহার তনয়।
কুলিয়ার নিকটেতে বিষ্ণুপুর গ্রাম।
পূর্ব্বে সপ্তমুনি যাঁহা করিলা বিশ্রাম।

ইহা হইতে বুঝা গেল যে অদ্বৈত প্রভু শ্রীহট্ট অঞ্চল হইতে পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া কুলিয়ার নিকটে গঙ্গাতীরে অবস্থিত বিষ্ণুপুর গ্রামে মাধবেন্দ্র আচার্য্যের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন; বিষ্ণুদাস ঐ মাধবেন্দ্র আচার্য্যের পুত্র। বিষ্ণুপুরে গঙ্গাতীরে পূর্ব্বে সপ্তমুনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে লেখা আছে—

"প্রভুর অদর্শনেতে ব্যাকুল ঋষিগণ
তথা হৈতে মধ্যাহ্নেই করিলা গমন
গঙ্গাতীরে কুমারহট্টের সন্নিধানে
দেখিয়া অপূর্ব্ব স্থান রহে সেই স্থানে।
যথা স্থিতি কৈলা তাহা প্রসিদ্ধ আছয়।
সপ্তঋষি ঘাট অদ্যাপিহ লোকে কয়।

এই দুইটী উক্তি মিলাইয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে কুমার হট্ট ও কুলিয়া এই উভয় গ্রামের মধ্যস্থলে গঙ্গাতীরে বিষ্ণুপুর গ্রাম অবস্থিত।

ঐ গ্রামেরই গঙ্গাতীরে মুনিঘাট বা সপ্তঋষি ঘাট ছিল। অনুসন্ধানে জানিয়াছি ঐ বিষ্ণুপুর গ্রাম এখনও বর্ত্তমান। উহা চব্বিশ পরগণা জেলার উত্তর প্রান্ত এবং নদীয়া জেলার দক্ষিণ সীমায় গঙ্গাতীরে অবস্থিত। উহার দক্ষিণে কুমার হট্ট এবং উত্তর-পূর্ব্ব কোণে কুলিয়া। কুলিয়ায় ঠাকুর দেবানন্দের আবাসস্থল ছিল। কুমারহট্ট শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী ও শ্রীবাস পণ্ডিতের বাসস্থান। উহার সান্নিধ্যে কাঞ্চনপল্লীতে (বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়ায়) সেন-শিবানন্দ মহোদয়ের শ্রীপাট ছিল। তবেই দেখা গেল ঐ অঞ্চল অনেক বৈষ্ণব-ভক্তের আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছিল।

এক্ষণে বিচার্য্য এই মাধবেন্দ্র আচার্য্য কে ?

বিষ্ণুদাস যে ভাবে লিখিতেছেন যে "বুদ্ধিহীন মূঢ় আমি যাঁহার তনয়" তাহাতে বুঝা যায় যে ইনি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। অদ্বৈত প্রভু ইঁহার বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করায় ইহাই অনুমিত হয় যে ইঁহার যশঃ শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল ; হয়ত বা শ্রীহট্টেই ইঁহারও আদিম বাস ছিল। অদ্বৈত প্রভুর সহিত ইঁহার কি সম্পর্ক ? বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সঙ্গেই বা ইঁহার কি সম্পর্ক ?

ঈশান লিখিয়াছেন—

অদ্বৈত প্রভুর দেখি অলৌকিক কার্য্য
তাঁর স্থানে মন্ত্র লৈলা **বিষ্ণুদাসাচার্য্য**।

ঈশানের এই উক্তি যে অদ্বৈতপ্রভুর কাছে বিষ্ণুদাসের দীক্ষা গ্রহণের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতেছে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এ গুরুত্ব আরোপের কারণ কি ? নিশ্চয়ই বিষ্ণুদাসের পিতৃ গৌরব এই গুরুত্বারোপের কারণ !

বৈষ্ণব জগতে মাধবাচার্য্য নামে চারি জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম দেখা যায়। (১) একজন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুল্লতাতপুত্র। (২) একজন শ্রীলনিত্যানন্দপ্রভুর দুহিতা গঙ্গাদেবীর স্বামী। (৩) একজন পণ্ডিত গঙ্গাধর গোস্বামী প্রভুর জনক—ইনি মাধবমিশ্র নামে পরিচিত। (৪) বর্ত্তমান চান্দুরার (মৈমনসিংহ) গোস্বামিগণের পূর্ব্বপুরুষ এক মাধবাচার্য্য ছিলেন। কিন্তু মাধবেন্দ্র* আচার্য্য নামে ত কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি দেখা যায় না। আর বিষ্ণুদাস ইঁহাকে প্রথমে শুধু "মাধবেন্দ্র" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন "উপনীত হইলা আসি মাধবেন্দ্র ঘরে।" কে এ মাধবেন্দ্র? বৈষ্ণবজগতে প্রসিদ্ধ মাধবেন্দ্র একজনই—তিনি পরমগুরু মাধবেন্দ্র পুরী পাদ। অদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী ইঁহারই শিষ্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বিষ্ণুদাসের পিতা মাধবেন্দ্রই প্রসিদ্ধ মাধবেন্দ্র পুরী। অদ্বৈতাচার্য্য ইঁহার বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন পরে ইঁহারই নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম কুমারহট্ট নিবাসী শ্রীঈশ্বর পুরী পাদের ইনিই দীক্ষা গুরু।

সন ১৩৪৪ সালের কার্ত্তিক মাসের বঙ্গশ্রী নামক বাংলা মাসিক পত্রিকায় প্রসিদ্ধ মনীষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিমান বিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম, এ, পি, আর, এস, পি এইচ, ডি. মহোদয় দেখাইয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গের উপর মাধবেন্দ্র পুরীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল, এবং তচ্ছিষ্য ঈশ্বর পুরী পাদেরও কুলীন গ্রাম অঞ্চলের উপর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি মাধবেন্দ্র পুরী পাদ পশ্চিম বঙ্গেরই কোনও স্থানে, খুব সম্ভব ঈশ্বর পুরী পাদের গ্রামেরই সান্নিধ্যে বাস করিতেন।

আমার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত আশুতোষ হাটি এম, এ, (ট্রিপল) এফ, আর, জি, এস, মহোদয় বলেন যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলার পূর্ণিপাট নামক গ্রাম বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে। খুব সম্ভব মাধবেন্দ্র বিদ্যাভ্যাসের জন্য যৌবনের প্রারম্ভেই পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধ ঋষিঘাট সমীপে বিষ্ণুপুরে বসতি স্থাপনা করিয়াছিলেন। উহা তাঁহারই প্রভাবে বৈষ্ণবপ্রধান স্থানে পরিণত হয়। পরে অদ্বৈতাচার্য্য পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া তাঁহার গৃহে আশ্রয় লন ও তাঁহার কাছে দীক্ষাও লয়েন।

প্রশ্ন হইতে পারে বিষ্ণুদাস মাধবেন্দ্রকে পুরী বলিয়া উল্লেখ না করিয়া আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে সে যুগের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ—তা তিনি গৃহীই হউন আর সন্ন্যাসীই হউন—আচার্য্য বলিয়াই উল্লিখিত হইতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি, ভক্তমাল নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে প্রসিদ্ধ দার্শনিক সন্ন্যাসী শ্রীলমধুসূদনসরস্বতী পাদকে মধুসূদন আচার্য্য বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে।

অদ্বৈতাচার্য্যের দীক্ষাগুরু মাধবেন্দ্র। আর অদ্বৈতাচার্য্য স্বয়ং মাধবেন্দ্র তনয়কে দীক্ষা দেন ইহা কিরূপে সম্ভব? গুরুপুত্রকে দীক্ষাদান করা যাইতে পারে কি? ইহার উত্তরে বলিব গুরুপুত্রকে দীক্ষাদান বৈষ্ণব-শাস্ত্রে নূতন নহে। আচার্য্য রামানুজ স্বীয় গুরুপুত্র (যামুনাচার্য্যের পুত্র) সৌম্য-নারায়ণকে দীক্ষা প্রদান করিয়াদিলেন। চরিতামৃতেও দেখা যায়।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।

সুতরাং অদ্বৈতাচার্য্য (অথবা তৎপত্নী সিতাদেবী) কর্ত্তৃক বিষ্ণুদাসকে দীক্ষাদান অর্থৌক্তিক নহে। আমার মনে হয় এই

বিষয়টীই লক্ষ্য করিয়া ঈশান অদ্বৈতের কাছে বিষ্ণুদাসের দীক্ষাগ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

এক্ষনে আর একটী কথা উঠিতেছে। "পুরী" পদবীধারী মাধবেন্দ্রের পক্ষে গার্হস্থ্য জীবন কি সম্ভব? অসম্ভব কিসে? পূর্ব্বজীবনে তিনি গৃহপরিগ্রহ করিয়া পরজীবনে সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাহাই করিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিচরণও তাহাই করেন। পুরীপদবীধারী ব্যক্তির পক্ষে পূর্ব্বে গার্হস্থ্য জীবন অসম্ভব ত নহেই। উপরন্তু সে কালে গৃহীরও পুরী উপাধি দেখিতে পাওয়া যাইত। বিমান বাবু অদ্বৈত প্রভুর এক পূর্ব্বপুরুষ সাকুতিনাথ পুরীর উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাণ-তোষিনী তন্ত্রে পুরীর এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে—

জ্ঞান তত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদেস্থিতঃ
পরব্রহ্মপদে নিত্যং পুরি নামা স উচ্যতে।

সুতরাং এদিক দিয়া কোনও গোলযোগের অবকাশ নাই।

বিষ্ণুদাস এই নামে বৈষ্ণব-গ্রন্থে কয়েক জন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাখা বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

(১) নির্লোম গঙ্গাদাস আর **বিষ্ণুদাস,**
ইহা সবার নীলাচলে প্রভু সঙ্গে বাস।

(দশম পরিচ্ছেদ আদি লীলা)

শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর শাখা-বর্ণন প্রসঙ্গে দেখা যায়—

(২) **বিষ্ণুদাস** নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই
পূর্ব্বে যার ঘরে দিলা নিত্যানন্দ গোঁসাই।

(একাদশ পরিচ্ছেদ আদি লীলা)

অদ্বৈত প্রভুর শাখা বর্ণনায়—

(৩) ভাগবত আচার্য্য আর **বিষ্ণুদাস আচার্য্য**

চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য।

লোচনের চৈতন্য মঙ্গলে ও কবিকর্ণ পূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (৪) এক উড়িয়া বিষ্ণুদাসের নাম পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত (৫) বিষ্ণুদাস কবীন্দ্রের নামও প্রচলিত। (৬) মুর্সিদাবাদ কাঁদিখালির গোস্বামিগণের পূর্ব্বপুরুষ এক বিষ্ণুদাস ছিলেন। ইনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। এই "বিষ্ণুদাসগণের" মধ্যে (৩) বিষ্ণুদাসআচার্য্যই আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি। ঈশানের গ্রন্থে, ভক্তিরত্নাকরে এবং প্রেমবিলাসেও ইঁহাকে বিষ্ণুদাস আচার্য্য বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতেও বিষ্ণুদাসের পিতৃ-গৌরব সূচিত হয়। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর পুত্র বলিয়াই বিষ্ণুদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহের শ্রীশ্রীরঘুনাথ শিলা ও বালগোপাল পাইয়াছিলেন। ঐ শিলা ও বালগোপাল এখনও বিষ্ণুদাসের বংশধরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

বিষ্ণুদাস স্পষ্ট করিয়া সব কথা লেখেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ তাঁহার বৈষ্ণবী দীনতা। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-পাদ ও শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-পাদের ন্যায়ই তিনিও আত্মগোপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। এই জন্যই আজ আমাদিগকে এত নাড়াচারা করিতে হইতেছে। যাহা হউক সব দিক বিবেচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বিষ্ণুদাস আচার্য্যের পিতা আচার্য্য মাধবেন্দ্র ও শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী একই ব্যক্তি।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য আসিয়া মাধবেন্দ্র গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনুমান হয় ইহার কিছুকাল পরে মাধবেন্দ্র স্বীয় তনয়ের ভার অদ্বৈতের উপর অর্পণ করিয়া গৃহ ত্যাগ করেন এবং পরে আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য মহোদয়ের আদি নিবাস শ্রীহট্ট

জেলার লাউড় পরগণার অন্তর্গত নব-গ্রামে। তাঁহার পিতা কুবের পণ্ডিত লাউড়রাজ দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অদ্বৈত পশ্চিম-বঙ্গে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করতঃ বেদপঞ্চানন পদবীলাভ করেন। একথা ঈশান লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে আরও দেখিতে পাই যে আচার্য্য যোগ-বাশিষ্ট এবং শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। ক্রমে অদ্বৈতের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও ধর্ম্ম ভাবের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। তিনি নানা স্থানে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে তিনি একদিন শান্তিপুর যান। বিষ্ণুদাস বলেন যে সেই সময় শান্তিপুরের বিদ্বৎ-সমাজ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি সেখানেই বাসস্থাপন করেন। বিষ্ণুদাসও তাঁহার গৃহে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। শান্তিপুরে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পালিতা কন্যা শ্রীসিতাদেবীর সহিত অদ্বৈতাচার্য্যের প্রণয়-সঞ্চার হওয়ায় উভয়ের পরিণয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। বিষ্ণুদাস অদ্বৈতের পক্ষ হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে বিবাহ প্রস্তাব লইয়া গিয়াছিলেন।

আচার্য্য শ্রীশ্রীমদনগোপালের সেবা প্রকটিত করিলে, বিষ্ণুদাস ঐ মন্দির মার্জ্জনাদি করিতেন আর ঈশান শ্রীবিগ্রহের জল যোগাইতেন। পরে অদ্বৈত প্রভুর অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া বিষ্ণুদাস তাঁহারই কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কোনও মতে তিনি অদ্বৈত পত্নী সিতাদেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুপ্রণালীতে সিতাদেবীর নামই দেখা যায়। বিষ্ণুদাস এইরূপে অদ্বৈত ভবনে প্রতিপালিত হওয়ায় অদ্বৈতের পালিত পুত্র নামে প্রসিদ্ধ হন। এ প্রবাদ আজিও বিষ্ণুদাসের বংশধরগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই কারণেই শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় গ্রন্থপ্রণেতা কবিকর্ণপূর তাঁহাকে অদ্বৈতপুত্র বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষ্ণুদাস অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। ঈশান লিখিয়াছেন—"শ্রীমদ্ভাগবত তিঁহো পড়ে প্রভুর স্থানে

অনেক বৈষ্ণব আইল সে পাঠ শ্রবণে।"

প্রসিদ্ধ আচার্য্য বেদ-পঞ্চানন অদ্বৈতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করা অল্প পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক নহে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা অনেক ভক্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাই অনেক বৈষ্ণব তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিতে আসিতেন। বিষ্ণুদাস অদ্বৈতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র আকুমারবৈরাগী অচ্যুতানন্দকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিবেন। তিনিই বিষ্ণুদাসকে ১৪৪৩ শাকে স্বপ্নে সিতা-চরিত্র রচনা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে বিষ্ণুদাস সিতাগুণকদম্ব রচনা করেন। উহা ১৪৫৬ শকের পরে রচিত হইয়াছিল। ঈশানও অচ্যুতেরই আদেশে অদ্বৈত-প্রকাশ রচনা করেন। উহা আরও পরে লিখিত।

বিষ্ণুদাস ঈশানকে বড়ই ভালবাসিতেন। ঈশানের অনেক বিবরণ তিনি স্ব-গ্রন্থে দিয়াছেন। ঈশানও বিষ্ণুদাসের গুণ-মুগ্ধ ছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামিচরণের উপর তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি স্বীয় গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের পরিকল্পনা শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য যদুনন্দনও বিষ্ণুদাসের পরম বন্ধু ছিলেন। ইঁহার শ্লোকও বিষ্ণুদাস লইয়াছেন। যদুনন্দন শ্রীদাস রঘুনাথগোস্বামী মহোদয়ের দীক্ষাগুরু। ইঁহার বাস ছিল সপ্তগ্রামে। দাস গোস্বামিচরণ ও ঠাকুর উদ্ধারণদত্ত মহাশয়ের বাসও সপ্তগ্রামেই ছিল।

সিতাদেবীর আদেশে ঈশান পূর্ব্বদেশে গমন করেন আর বিষ্ণুদাস কুলীন গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়া রসু রামানন্দ মহাশয়ের সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হন। ইহা ১৫৫৬ শকের কথা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীক্ষেত্রে ছিলেন ; সেই সময় বিষ্ণুদাস তাঁহার দর্শনে তথায় গিয়াছিলেন। এবিষয় শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের যে সাত সম্প্রদায় রথাগ্রে নৃত্যগীত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও ইনি ছিলেন। ইনি চতুর্থ দলে গান করিয়াছিলেন ; ইঁহার সঙ্গী ছিলেন হরিদাস, রাঘব, মাধব, ও বাসুদেব ঘোষ। ঐদলের মূল গায়ক ছিলেন গোবিন্দ ঘোষ ও নর্ত্তক ছিলেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত।

কুলীন গ্রামে যাইবার পূর্ব্বে সিতাদেবী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একটী অঙ্গুরীয়ক প্রদান করেন এবং তাঁহাকে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনের আদেশ দেন। কুলীন গ্রামে আসিয়া বিষ্ণুদাস চারিজন শিষ্য-সগ্রংহ করেন; যদুগ্রাম নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের অন্যতম। এই চারিজন শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া তিনি প্রথমতঃ শ্রীক্ষেত্রে যান ও সেথায় রায় রামানন্দের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে নানা আলোচনা করেন। তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। অদ্বৈত প্রভুর মদনগোপালজীর অনুকরণে তিনি স্বীয় বিগ্রহের নাম দেন শ্রীনবনীগোপাল। উহা গোপালাকৃতি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, বামে রাধিকা নাই। উক্ত বিগ্রহ বর্ণে এবং আকারে শ্রীমদনগোপালজীরই অনুরূপ। খুব সম্ভবতঃ এই সময়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহ-দেবতা শ্রীশ্রীরঘুনাথ শিলা ও বালগোপাল বিষ্ণুদাসের করে অর্পিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার কিছুকাল আগে স্বধামগত হইয়াছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী পাদের তনয় বলিয়াই বিষ্ণুদাস ঐ শিলা পাইবার অধিকারী বিবেচিত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীনবনী গোপালের যন্ত্রস্বরূপ অন্যকোনও নারায়ণ-শিলা প্রতিষ্ঠা করেন নাই। শ্রীমহাপ্রভুর গৃহের শ্রীরঘুনাথ-শিলাই তিনি যন্ত্রস্বরূপে

স্থাপন করেন। আজিও উক্ত বাল-গোপালজী রঘুনাথজীও শ্রীনবনী-গোপাল বিষ্ণুদাসের বংশধরগণ কর্ত্তৃক পরম সমাদরে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।

অদ্বৈতপ্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে বিষ্ণুদাস শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। ঈশান লিখিয়াছেন—

শ্যামদাস বিষ্ণুদাস শ্রীযদুনন্দন
আর যত অদ্বৈতের প্রিয় শিষ্যগণ।
শান্তিপুরে আমি সভে প্রভুর চরণে
অষ্ট অঙ্গে প্রণমিয়া করিলা স্তবনে।

বাস্তবিকই শ্যামদাস, বিষ্ণুদাস ও যদুনন্দন অদ্বৈতের অতিপ্রিয় ছিলেন। শ্যামদাসের নাম বিষ্ণুদাসের গ্রন্থেও পাওয়া যায়। ইনিই অদ্বৈতমঙ্গল প্রণেতা। ইনি অদ্বৈতাচার্য্যের সভায় কীর্ত্তন গাহিতেন। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় প্রবর্ত্তিত খেতরীর মহোৎসবে বিষ্ণুদাস, অচ্যুতানন্দ ও গোপালের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। একথা ভক্তি-রত্নাকরের দশম তরঙ্গে এবং প্রেমবিলাসের উনবিংশতি বিলাসে লিখিত হইয়াছে। নরোত্তম-বিলাসে লিখিত আছে যে বিষ্ণুদাস তথায় অচ্যুতা-নন্দ ও গোপালের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীনেশ বাবুর মতে ইহা ১৫০৪ শাকের কথা। ৺রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থের মতে ১৫০৫ শাকের। এ সম্বন্ধে পরিশিষ্টে আলোচনা করা হইয়াছে।

ভক্তি-রত্নাকরের নবম তরঙ্গে দেখা যায় যে বিষ্ণুদাস কাটোয়ায় শ্রীদাস গদাধর মহোদয়ের তিরোভাব উৎসবে এবং শ্রীখণ্ডে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ইহা ১৪৬২ শাকের কথা। অনুমান হয়, এই সময় লোচনদাস ঠাকুর মহাশয়ের

সহিত তাঁহার আলোচনা হয় এবং লোচন বিষ্ণুদাসের গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু অংশও গ্রহণ করেন। তখন লোচনের বয়স ১৭ বৎসর। বিষ্ণুদাসের গ্রন্থের প্রভাব শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও অদ্বৈত প্রকাশের উপর যৎকিঞ্চিৎ দেখা যায়। তাহাও অসম্ভব নহে কেননা ঈশান তাঁহার আবাল্য সঙ্গী এবং কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের বসতি স্থান ঝামটপুর বিষ্ণুদাসের বংশধরগণের আবাস স্থান হইতে মাত্র পাঁচ মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত উভয় স্থানের মধ্যে ধর্ম্মগত যোগসূত্রও রহিয়াছে।

শেষ বয়সে বিষ্ণুদাস শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থ ব্রজধামেই রচিত। সুতরাং সেই সময় হয়ত বিষ্ণুদাসের সহিত তাঁহার আলাপ আলোচনা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে বিষ্ণুদাসের রচনার প্রভাব চরিতামৃতের উপর পড়িয়াছিল।

বিষ্ণুদাস অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। কোন্ সময় যে তিনি সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন তাহার সন্ধান পাই নাই। তবে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রবাদ যে শ্রীবৃন্দাবনেই তিনি দেহ-ত্যাগ করেন এবং চৌষট্টি মহান্তের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হন। বোধ হয় খেতরী উৎসবে কিছু পরেই তিনি নিত্যধাম গত হন। এবিষয়ে সঠিক বিবরণ নির্ণয়ের জন্য আমি শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তাঁহারা আমাকে যাহা লিখিয়াছেন তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রী৺হরি সহায়

শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দদেবজীউর মন্দির, শ্রীধাম বৃন্দাবন

৫—৫—১৯৩৮

শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ গোস্বামী বেদান্তশাস্ত্রী

এম, এ. লালগোলা, মুর্শিদাবাদ

মান্যবর মহাশয় !

শ্রীযুক্ত গোস্বামীজী মহারাজের আদেশ মত আপনাকে জানাচ্ছি যে তিনি আপনার ১৮—৪—৩৮ এর পত্র পাইয়াছেন এবং উক্ত পত্রস্থ অনুসন্ধান মত, বৃন্দাবনস্থ ৬৪ মহান্তের নামের তালিকা পত্র সহ প্রেরিত হইল—

১। আচার্য্য রত্ন ২। রত্নগর্ভ ঠাকুর ৩। চন্দ্রশেখর আচার্য্য
৪। ভূগর্ভ ঠাকুর ৫। রাঘব গোস্বামী ৬। দামোদর পণ্ডিত
৭। কৃষ্ণদাস ঠাকুর ৮। **কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর** ৯। মাধব সঞ্জয়
১০। নীলাম্বর ঠাকুর ১১। রামচন্দ্র দত্ত ১২। বাসুদেব দত্ত
১৩। নন্দন আচার্য্য ১৪। শঙ্কর ঠাকুর ১৫। সুদর্শন ঠাকুর
১৬। **সুবুদ্ধি মিত্র** ১৭। শ্রীমান পণ্ডিত ১৮। জগন্নাথ দাস
১৯। জগদীশ ঠাকুর ২০। সদাশিব ঠাকুর ২১। রায় মুকুন্দ
২২। মুকুন্দানন্দ ২৩। পুরন্দর আচার্য্য ২৪। **নারায়ণ** বাচস্পতি
২৫। পরমানন্দ ঠাকুর ২৬। বল্লভ ঠাকুর ২৭। জগদীশ ঠাকুর
২৮। বনমালী দাস ২৯। শ্রীকর পণ্ডিত ৩০। শ্রীনাথ মিশ্র
৩১। লক্ষ্মণ আচার্য্য ৩২। **পুরুষোত্তম পণ্ডিত**
৩৩। মকরধ্বজ দত্ত ৩৪। রঘুনাথ দত্ত ৩৫। মধু পণ্ডিত
৩৬। **বিষ্ণুদাস আচার্য্য** ৩৭। পুরন্দর মিশ্র

৩৮। গোবিন্দ ঠাকুর ৩৯। পরমানন্দ গুপ্ত ৪০। **বলরাম দাস**
৪১। কাশীমিত্র পণ্ডিত ৪২। শিখি মাহাতি ৪৩। শ্রীরাম পণ্ডিত
৪৪। বড়হরি দাস ৪৫। কবিচন্দ্র ঠাকুর ৪৬। হিরণ্যগর্ভ ঠাকুর
৪৭। জগন্নাথ সেন ৪৮। **দ্বিজ পীতাম্বর** ৪৯। মকরধ্বজ সেন
৫০। বিদ্যা বাচস্পতি ৫১। ঠাকুর গোবিন্দ ৫২। মহেশ ঠাকুর
৫৩। শ্রীকান্ত ঠাকুর ৫৪। মাধব পণ্ডিত ৫৫। প্রবোধানন্দ সরস্বতী
৫৬। **বলভদ্র ভট্টাচার্য্য** ৫৭। রাঘব পণ্ডিত
৫৮। মুরারি চৈতন্য দাস ৫৯। মকরধ্বজ পণ্ডিত
৬০। কংসারি সেন ৬১। শ্রীজীব পণ্ডিত ৬২। মুকুন্দ কবিরাজ
৬৩। ছোট হরিদাস ৬৪। কবিচন্দ্র গুপ্ত

দেখিবেন, আপনি যে "বিষ্ণুদাস আচার্য্যের সমাধির বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন, **তাহা বস্তু রামানন্দের পার্ষদবর্গের অন্তর্গত,** মধুপণ্ডিত এবং পুরন্দরমিশ্রের সমাধিমন্দিরের মধ্যে অবস্থিত। এ বিষয়ে অধিক তথ্য জানিবার প্রয়োজন হইলে, 'শ্রীরাধাকান্ত কাবাসী' কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং 'শ্রীশ্রীমদনমোহনমন্দির ধান্যকুড়িয়া' হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসারের প্রথমখণ্ড দেখিবেন।"

নিবেদন মিতি।

(স্বাক্ষর) **শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়**

(মোক্তারাম)

উক্ত পত্রে "বসু রামানন্দের পার্ষদ বর্গের অন্তর্গত" এইটী বড়ই প্রয়োজনীয় কথা। বিষ্ণুদাস স্বগ্রন্থে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে সিতাদেবী তাঁহাকে কুলীন গ্রামে বসু রামানন্দের সহিত বসতি করিতে আজ্ঞা দেন। তদনুসারে তিনি কুলীন গ্রামে যান এবং বসু রামানান্দর সহিত তাঁহার মিলন হয়। উক্ত পত্রের উক্তির সহিত বিষ্ণুদাসের উক্তির সুন্দর সামঞ্জস্য পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ চিরকালই আত্মগোপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রতিষ্ঠালাভ তাঁহার সম্পূর্ণ অণীপ্সিত ছিল। "প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যান পলাইয়া" এই উক্তিটী পুরী পাদের প্রতিষ্ঠা-ভীতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতেছে। বিষ্ণুদাসও পিতার ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন; তাই প্রাণপণে আত্মগোপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। নিজের পরিচয় যতটুকু না দিলে নয় তাহাই মাত্র দিয়াছেন। আবার যে টুকুও তাঁহার বৈষ্ণবী দীনতায় সমাচ্ছন্ন। তাহারই মধ্য হইতে যথাসম্ভব তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিষ্ণুদাসের সমাধি মন্দির আজিও বিদ্যমান। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ তাঁহার পিতৃদেব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের বিগ্রহ; শ্রীমহাপ্রভুর শিলা ও বালগোপাল এবং বিষ্ণুদাসপুত্র জয়কৃষ্ণদাস প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ এবং আরও কয়েকটী বিগ্রহ আজিও বিষ্ণুদাস আচার্য্যের বংশধরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহার বংশধরগণের কথা পরের অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

বিষ্ণুদাসের বংশধরগণ

বিষ্ণুদাসের একমাত্র পুত্র আচার্য্য জয়কৃষ্ণদাস। ইঁহার বংশধরগণ সম্প্রতি নদীয়া জেলার মাণিক্যডিহি গ্রামে বসবাস করেন। ঐ গ্রাম ভাগীরথীতীরে এবং মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলার প্রান্তদেশে অবস্থিত।

ইহার তিনদিক বেষ্টন করিয়া ভাগীরথী প্রবাহিতা ছিলেন। সম্প্রতি দক্ষিণদিকের স্রোত আর বহে না। এক মাইল মাত্র দূরে দ্বারকা নদী আসিয়া ভাগীরথীতে পড়িয়াছে।

বিষ্ণুদাস এস্থানে আসিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। তবে প্রবাদ এই যে আচার্য্য জয়কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছিলেন। পথে স্বপ্ন দর্শন করিয়া যাত্রা হইতে নিবৃত্ত হন এবং এই গ্রামে বসতি স্থাপনা করেন। এই গ্রাম তখন খুবই সমৃদ্ধ ছিল। বৈদ্যগণ তখন এখানে প্রভুত্ব করিতেন। তাঁহারা সাদরে জয়কৃষ্ণদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুদেবকে স্ব-গ্রামে বাসভূমি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। স্বপ্নাদেশ অনুসারে জয়কৃষ্ণ এখানে শ্রীশ্রীরাধারল্লভ ও শ্রীশ্রীরাধারাণীজীউর যুগল সেবা প্রকটিত করেন। জনশ্রুতি তিনি ঐ বিগ্রহদ্বয় নির্ম্মাণ করান নাই—অলৌকিক উপায়ে পাইয়াছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্রের নামও শ্রীবিগ্রহের নাম অনুসারে রাধাবল্লভ রাখেন। রাধাবল্লভ সর্ব্বতোভাবেই পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। পিতার অসাধারণ ধর্ম্মভাব পুত্রে বর্ত্তাইয়া ছিল। ইঁহার তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, মধ্যম কানুরাম, কনিষ্ঠ অনিরুদ্ধ। মধ্যমের পুত্র সন্তান হয় নাই—দুইটি মাত্র কন্যা—লক্ষ্মী ও সরস্বতী। জ্যেষ্ঠের সন্তানগণ বড় তরফ ও কনিষ্ঠের সন্তানগণ ছোট তরফ নামে পরিচিত। রামচন্দ্রের প্রপৌত্র শ্রীলগৌরাঙ্গগোস্বামি চরণ। ইনি মহাপুরুষ ছিলেন, একাধারে পণ্ডিত, সাধক ও ভক্ত। ইনি এ বংশের অলঙ্কার স্বরূপ। ইনি শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ, শ্রীশ্রীরাধারাণীজীউ ও শ্রীরঘুনাথশিলা ও শ্রীগোপালের সাতদিন ব্যাপী দোল যাত্রার প্রবর্ত্তন করেন। উহা ফাল্গুনী কৃষ্ণা চতুর্থীতে আরম্ভ হইয়া দশমীতে সমাপ্ত হয়। ঐ দোলের উল্লেখ গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকায়ও দেখা যায়। ঐ দিন শ্রীশ্রীযুগলবিগ্রহের কদম্ব-বৃক্ষে চারিটি কদম্ব ফুল ফুটিয়া থাকে। উঁহারা ঐ ফুল কানে দিয়া

৺দোল যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইঁহার কন্যার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা ছিল। দোলযাত্রার পঞ্চম দিবসে ঐ বিগ্রহও দোলমঞ্চে আরোহণ করেন। এই কন্যারই বংশধর সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ৺রমানাথ তর্কবাগীশ।

অনিরুদ্ধের পুত্র বিকলানন্দ অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ গোকুলানন্দ গোস্বামী পরম সাধক ছিলেন। ইঁহার সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীদেবীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষ আজিও বর্ত্তমান। ইঁহার পাঁচ পুত্র। চতুর্থ পুত্র শ্যামসুন্দর গৌরাঙ্গ গোস্বামি পাদের সমসাময়িক। শ্যামসুন্দর অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহার সাধনা ও সিদ্ধি লাভের কথা এতদঞ্চলে সুপ্রচলিত। কথিত আছে সাধনাসূত্রে ইনি নাটোর রাজা রামকৃষ্ণের সখ্য লাভ করেন। ইঁহার পুত্র নবকৃষ্ণ গোস্বামি মহাশয়ের একখানি হস্তলিখিত শ্লোকমালা পাওয়া গিয়াছে। উহা ১২১৭ সালের নকল করা পুঁথি। ইঁহার পৌত্র মধুসূদন একজন প্রসিদ্ধ পুরাণ-কথক এবং ৺মধুসূদনের পুত্রদ্বয় ৺ললিতমোহন ভাগবত রত্ন ও ৺প্রফুল্লকুমার বেদান্ত-তীর্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ভাগবতবক্তা ছিলেন।

গৌরাঙ্গ গোস্বামিচরণের ভ্রাতুষ্পুত্র হলধর অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে এক গিরিধারী শিলামূর্ত্তি মস্তকে বহন করিয়া আনয়ন করেন। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র উদয়চাঁদ একজন মহৎ ব্যক্তি; একাধারে বিদ্বান, গায়ক ও ভক্ত। ইঁহার সাধনার কথা আজিও শুনা যায়। হলধরের অধস্তন পঞ্চমপুরুষ বসন্তকুমার একজন নৈয়ায়িক ছিলেন। ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা যামিনীমোহনের গৃহ হইতে এই পুঁথি উদ্ধার করা হইয়াছে।

বিষ্ণুদাসের বংশের কয়েকজন পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ৺রাধারমণ, ৺জানকীনাথ, ৺করুণাময় ও ৺সুধাময়। ৺রসরাজ এবংশের প্রসিদ্ধ ভাগবত-বক্তা এবং ৺নৃত্যগোপাল ও

৺বীরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রসিদ্ধ পুরাণ-কথক ছিলেন। ৺ব্রজরাজ বৈষ্ণবশাস্ত্রে এবং ৺নলিনীমোহন ও ৺রেবতীমোহন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কণ্ঠ সঙ্গীতে ৺শ্রীনাথ, মৃদঙ্গ বাদনে ৺অক্ষয়কুমার এবং সর্ব্ব-প্রকার গীত বাদ্যে ৺রামফলের অসাধারণ অধিকার ছিল। রামফল অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীত-জ্ঞান এবং তাঁহার অপূর্ব্বদেহলাবণ্যের কথা আজিও শুনা যায়। শ্রীনাথের রচিত একটি গান একখানি সঙ্গীতসংগ্রহপুস্তকে মুদ্রিত দেখা যায়।

এই বংশের আর একজন সাধু ব্যক্তি ৺বীরচন্দ্র। ইনি স্ব-ব্যয়ে শ্রীবিগ্রহের নাট্যমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ৺বীরচন্দ্র, ৺অক্ষয়কুমার এবং ৺রসরাজ ১২৭১ সালের ঝড়ে প্রাণত্যাগ করেন।

বর্ত্তমানে এই বংশের উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর গোস্বামী। ইনি বর্ত্তমানে রাজপুতানার অন্তর্গত ঢোলপুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে কার্য্য করিতেছেন। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে ইনি জলাসীন আত্মোদ্ধারসমিতির হস্তে স্বীয় স্বর্গগতা কন্যার নামে হাসপাতাল স্থাপনের জন্য কয়েক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

মাণিক্যডিহি গ্রামে ৺বামনদাস বাবাজী নামে একজন বৈষ্ণব সাধু বাস করিতেন। ১২০৬ সালে তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে তদীয় বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোপীনাথ ও শ্রীশ্রীগোপিনীজীউ এবং পদ্মনাভশিলা গোস্বামিগণ গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে ঐ সমস্ত বিগ্রহের সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর, লক্ষ্মীজনার্দ্দন, লক্ষ্মীনারায়ণ, দধিবামন, অনন্তদেব, নৃসিংহদেব ও শ্রীধর—এই কয়েকটী শিলা, দুইটী গোপালমূর্ত্তি, বৃন্দাদেবী এবং শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী পূজিত হইতেছেন। শ্রীমন্দিরের

পূর্ব্ব-উত্তর-কোণে একটী শিব-মন্দিরও রহিয়াছে। তথায় প্রত্যহ মহাদেবের পূজা হয়।

দোলযাত্রা ব্যতীত ইঁহাদের রাসযাত্রা ও জন্মাষ্টমী-উৎসবও আছে। রথযাত্রা পূর্ব্বে মহাধূমধামে হইত; রথও ছিল। কিন্তু এখন সে রথের চিহ্নমাত্র নাই। রথযাত্রাও আর হয় না। কালধর্ম্মে ও কমলার কুটিল কটাক্ষে এই বংশীয়গণের অসাধারণ ত্যাগশীলতা ও আতিথেয়তা হ্রাস পাইয়াছে। সে ধর্ম্মনিষ্ঠাও দিনদিন অন্তর্হিত হইতেছে।

ইঁহাদের শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে দুইটী জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রথমটী এই—দিনাজপুরের কোনও রাজা স্বপ্নাদেশ পাইয়া এখানে আসেন। এস্থানে "আদারে গোঁসাই" নামে একঘর রাঢ়ীয়শ্রেণী গোস্বামীমহাশয় বাস করিতেন। ইঁহারা বিশেষ সমৃদ্ধ ছিলেন। ইঁহাদের কাছে রাজা দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং কিয়ৎকাল পরে স-পরিবার গুরুদেবকে সঙ্গে লইয়া স্ব-দেশে প্রস্থান করেন। যাইবার সময় তিনি বিষ্ণুদাসের বংশধরগণের শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহাদি গোপনে লইয়া যান। পরদিন ইঁহারা সে সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হন। তখন গ্রামে বহু রাজপুতের বসবাস ছিল। তাঁহারা সকলেই এ বংশের শিষ্য ছিলেন। বিগ্রহ-অপহরণ-বার্ত্তা শুনিয়া রাজপুতরা বিশেষ ক্রুদ্ধ হন এবং অস্ত্রাদি লইয়া দিনাজপুর গমন করেন। তখন রাজা ভীত হইয়া শ্রীবিগ্রহ প্রত্যর্পণ করেন। আদারে গোঁসাইরা কিন্তু আর ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহারা দিনাজপুরেই বাস করিতে থাকেন। মাণিক্য-ডিহি গ্রামে ইঁহাদের প্রাসাদ-তুল্য বাসভবনের চিহ্ন কিছু কিছু আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টী এই—মুর্শিদাবাদ বহরমপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ জমীদার ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ৺কেদার মাহাতা মহোদয় এই বংশীয়-

গণের শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় বিগ্রহের জন্য পিত্তলের রথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রথমে গুরুবংশের ঠাকুর তোলাইবার জন্য শ্রীশ্রীরাধা-বল্লভ বিগ্রহ প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হন। তাহাতে দুঃখিত হইয়া তিনি রাত্রি-যোগে বিগ্রহ লইয়া গিয়া রথে তোলান। ঠিক সেই সময়েই গোস্বামি-বর্গ উপস্থিত হইলে মহাতাজী ইঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করতঃ বিগ্রহকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া ইঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত শিবমন্দির ইঁহাদেরই স্থাপিত। বর্ত্তমানে ঐ শিবের পূজাধিকারী গ্রামের টোলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঋষিভূষণ স্মৃতিরত্ন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺ভুজঙ্গভূষণ কাব্যতীর্থের পুত্র শ্রীমুণ্ডালীভূষণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ। ইঁহারা শ্রীমন্দিরও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দির ভূমিসাৎ হইলে পাবনা জেলার এক তিলিজাতীয় শিষ্য শ্রীমন্দির এবং মুর্শিদাবাদের এক বৈদ্যজাতীয় শিষ্য নাট্যমন্দির তৈয়ারী করাইয়া দেন।

স্থান পরিচয়

মাণিক্যডিহি গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে অনেক সাধুভক্ত ও আচার্য্যের বসতি ছিল। ঐ গ্রাম তিনদিকে ভাগীরথী নদী দ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিমে অপর পারে বর্দ্ধমান জেলা, উত্তরে মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণে বর্দ্ধমান। গ্রামটী নদীয়া জেলার মধ্যে। গ্রামের উত্তর প্রান্তে গঙ্গার ধারে শ্রীকপিলানন্দ স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত সাংখ্যযোগাশ্রম বিরাজিত এবং পূর্ব্বোত্তর কোণে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির রহিয়াছে। ঐ মন্দিরে বর্ত্তমানে কোনও বিগ্রহ নাই। গ্রামের দক্ষিণ দিকে গঙ্গা-স্রোত আর বহে না। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গঙ্গার অপর পারে একটী খাল রহিয়াছে। ঐখানে দ্বারকানদী আসিয়া মিলিয়াছে। বর্ত্তমানে ভাগীরথী

ঐ দিক দিয়াই প্রবাহিত হইতেছেন। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ—

১। **দক্ষিণ খণ্ড।** ২। **মালিহাটী কাঁদরা**—এই উভয় গ্রামে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর বংশধরগণের বসতি। মালিহাটীই প্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীলরাধামোহন ঠাকুরের বসতি স্থান ছিল।

৩। **টেঞা-বৈদ্যপুর**—এখানে গোকুলানন্দ সেনের বসতি ছিল। ইনি পদকল্পতরুর সংগ্রহকর্ত্তা। ইনি শ্রীপাদ রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য এবং ইহারই অপর নাম বৈষ্ণবদাস। ইঁহার বন্ধু উদ্ধবদাসের বাসভূমিও এখানেই ছিল।

৪। **ঝামটপুর**—ইহা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীপাঠ। তাঁহার আবাসস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির রহিয়াছে।

৫। **নৈহাটী**—এখানে পূর্ব্বে দনুজমর্দ্দন রাজার রাজধানী ছিল। ঐ রাজার রাজত্বকালে শ্রীলরূপসনাতনের প্রপিতামহ পদ্মনাভ এখানে বসতি স্থাপনা করেন। এখানে ধর্ম্মদ্রোহ উপস্থিত হইলে পদ্মনাভের পৌত্র কুমারদেব (রূপসনাতনের পিতা) এস্থান ত্যাগ করতঃ বাকলা চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন এবং যাতায়াতের সুবিধা হেতু পথিমধ্যে যশোর জেলার ফতেয়াবাদেও একটী বাড়ী তৈয়ারী করেন। নৈহাটীতে রাজধানীর চিহ্নাবশেষ কিছু কিছু দেখা যায়। বর্ত্তমানে এখানে কালারুদ্র নামে একটী প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন।

৬। **উদ্ধারণপুর**—এখানে পরমভক্ত ঠাকুর উদ্ধারণ দত্তের বিশ্রামাগার ছিল। তাঁহার সমাধি-মন্দির এখানেই অবস্থিত।

৭। **বনয়ারীবাদ**—এখানে তন্তুবায় বংশীয় পরমবৈষ্ণব রাজকুলের প্রাসাদ ও শ্রীশ্রীবনয়ারীজীউ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৭৫১

অব্দে নিত্যানন্দদাস নামে এক তন্তুবায় বালক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় প্রতিভা বলে দিল্লীর বাদশাহ শাহআলমের মন্ত্রীপদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল দানেশ-মন্দ। তিনিই এই রাজকুলের প্রতিষ্ঠাতা। দানেশাব্দ নামে একটী অব্দ ১৭৫১ হইতে গণনা করা হয়। ইহারই সান্নিধ্যে পাচুন্দীগ্রামে একটী প্রাচীন বাসুদেব মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

৮। **মৌগ্রাম**—ইহা মাণিক্যডিহির ঠিক ১ মাইল পশ্চিমে দ্বারকা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহারই প্রান্তে ধনভাঙ্গার মাঠে "শ্রীঅঙ্গুরীয়ক চণ্ডী" নামে একটী উপপীঠ রহিয়াছে।

৯। **কেতুগ্রাম**—ইহার সান্নিধ্যে দুইটী পীঠস্থান রহিয়াছে। (১) একটী বহুলা আর (২) একটী অট্টহাস।

১০। **কাঁদরা**—এখানে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের বসতি ছিল।

১১। **বৈরাগীতলা**—এখানে একজন রামাত সাধুর সমাধি আছে। প্রতি বৎসর মাঘমাসে এখানে একটী মেলা হয়।

১২। **নান্নুর**—পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ইহাই চণ্ডিদাসের লীলা-নিকেতন। বাংলার পরম তীর্থ।

১৩। **মারগ্রাম**—এখানে ভক্তমাল গ্রন্থে উল্লিখিত জীবনের বংশধর বাস করেন।

১৪। **লাভপুর**—এখানে একটী পীঠস্থান রহিয়াছে। উহার নাম ফুল্লরা।

১৫। **যম্পেশ্বর**—এখানে যম্পেশ্বরনামক প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ রহিয়াছেন।

ভাগীরথীর উত্তর পারে

১। **সুজাপুর**, ২। **বাছরা এবং** ৩। **কাঁদিখালি**—এই গ্রাম-সমূহে রাঢ়ীয় শ্রেণীর বিষ্ণুদাসের বংশধরগণ বাস করেন।

৪। **দুপুকুর**—এখানে ঠাকুর অভিরামের বংশধরগণের বাস।

৫। **মাণিক্যহার**—এখানে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর সন্তান-গণের বাস।

৬। **শক্তিপুর**—এখানে কপিলনাথ মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান।

মাণিক্যডিহির উত্তরদিকে ভাগীরথীর এই পারে

১। **পলাশী**—প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র। সম্প্রতি এখানে একটি চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। এখানে একটী মনুমেণ্ট এবং নবাব-সৈন্যাধ্যক্ষ দৌলত আলির কবর রহিয়াছে।

২। **ফরিদতলা**—এখানে সেনাপতি মীরমদন ও তাঁহার গুরু পীরসাহেবের কবর রহিয়াছে।

ভাগীরথীর অপর পারে উত্তর-পশ্চিম দিকে

১। **বাজার সোহ**—ইহার প্রকৃতনাম বজ্রাসন। ইহা বৌদ্ধযুগের একটী সাধনাস্থান।

২। **ভরতপুর**—শ্রীলগদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দ মিশ্রের বংশধরগণ এখানে বাস করেন।

৩। **শিশুয়াশ্বর**—এখানে শিশুয়াশ্বর নামক প্রসিদ্ধ মহাদেব বিরাজিত।

গ্রামের পূর্ব্বদিকে

১। **পাণিঘাটা**—এখানে পাগলা চণ্ডীদেবী রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহা প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং এখানে মুন্সেফী আদালতও প্রতিষ্ঠিত ছিল।

২। **দেবগ্রাম**—সুপ্রসিদ্ধ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিচরণের জন্মভূমি।

৩। **কালীগঞ্জ**—এখানেও গোস্বামি-বর্গের বসতি আছে। এক সময়ে ইহা খুবই সমৃদ্ধ স্থান ছিল।

পূর্ব্ব-দক্ষিণে

১। **চাকুন্দী**—শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর জন্মস্থান। তাঁহার শ্রীপাঠ এখনও রহিয়াছে।

২। **অগ্রদ্বীপ**—ইহা প্রসিদ্ধ গোবিন্দঘোষ ঠাকুরের লীলা-নিকেতন তাঁহার বার্ষিক-শ্রাদ্ধ আজিও ফাল্গুনী কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীশ্রীগোপী-নাথজীউ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। ভেনডেন ব্রুক কর্ত্তৃক ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত মানচিত্রে ইহাকে Hagraduipa বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

দক্ষিণে

১। **যুড়নপুর**—পীঠস্থান। এখানে দেবীর মুণ্ড পড়িয়াছিল। নাটোর রাজ রামকৃষ্ণ কিছুকাল এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া জনপ্রবাদ। এখানে প্রসিদ্ধ তারাক্ষেপাও কিছুদিন ছিলেন।

২। **ফুল-বাগিচা**—এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আখড়া রহিয়াছে।

৩। **মাটীয়ারী**—এখানকার শ্রীশ্রীরামসীতা প্রসিদ্ধ দেবতা। এখানে শ্রীলবক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবাস ছিল।

দক্ষিণে গঙ্গার অপর পারে

১। **কাটোয়া**—৺শ্রীদাস গদাধরের লীলা-স্থান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণস্থান। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জায়গা।

২। **মাধাইতলা**—এখানে মাধাইএর সমাধি-মন্দির রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজীমহোদয় ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছেন।

৩। **যাজিগ্রাম**—শ্রীলআচার্য্যপ্রভুর লীলা-নিকেতন।

৪। **শ্রীখণ্ড**—শ্রীলনরহরি সরকার ঠাকুর, রঘুনন্দন ও লোচনের লীলা-স্থান।

৫। **দাঁইহাট**—প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে অনেক মন্দির ছিল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ টহলরামভাস্করপণ্ডিত এখানেই দুর্গোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।

৬। **কানাইডাঙ্গা** ৭। **সুদপুর**—এখানে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর বংশধরগণ বাস করেন।

৮। **কালিকাপুর** ৯। **খেঁড়ো**—এখানে প্রসিদ্ধ গঙ্গাবংশীয় গোস্বামিবর্গের বসতি।

১০। **সিরুলী নলিয়াপুর**—মাণিক্যডিহি গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমে ২ মাইল দূরে। এইস্থানে জটাধারী তলা নামক দেবস্থান আছে। এতদ্ব্যতীত খানিকটা দূরে দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে—

(১) শ্রীধাম নবদ্বীপ। (২) শ্রীমায়াপুর ও বামন পুকুর। (৩) শান্তিপুর। (৪) অম্বিকা কালনা। (৫) কুলিয়া। (৬) গুপ্তিপাড়া। আর উত্তর দিকে রহিয়াছে (১) মহুলা—এখানে শ্রীগোবিন্দচক্রবর্ত্তি মহাশয়ের পূর্ব্ববাস ছিল। (২) বহরমপুর—এখান হইতে বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ ৺রাধারমণ বিদ্যারত্ন মহোদয় প্রকাশিত করেন। (৩) খাগড়া—এখানে প্রসিদ্ধ গোকুল দাস বাবাজীর সমাধি আছে। (৪) সৈদাবাদ—বৈষ্ণব শাস্ত্রে অতি প্রসিদ্ধ স্থান—এই স্থানই শ্রীলশ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি চরণের লীলা নিকেতন। (৫) কুঞ্জঘাটা—এখানে প্রসিদ্ধ মহাত্মা নন্দকুমারের বাসভবন আজিও বিদ্যমান। তথায় শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর প্রদত্ত স-পারিষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তৈলচিত্র আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। (৬) বুধুই পাড়া—এখানে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যকন্যা শ্রীযুক্তা

হেমলতা ঠাকুরাণীর শ্রীপাঠ। এখানেই কর্ণানন্দ রচিত হয়। (৭) কুমারপুর—এখানে শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ রহিয়াছেন। এখানেই প্রসিদ্ধ রূপনারায়ণ গোস্বামী মহাশয়ের আবাস ছিল। (৮) গাম্ভীলা—বর্ত্তমান নাম জিয়াগঞ্জ। এখানে শ্রীলগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান ছিল। এখানে কিছুকাল তাঁহার গুরু শ্রীলনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বসবাস করিয়াছিলেন। (৯) বুধুরি—এখানে প্রসিদ্ধ গোবিন্দ কবিরাজের শ্রীপাঠ। (১০) মাণিক্যডিহির পশ্চিম-উত্তর দিকে কয়েক ক্রোশ ব্যবধানে কাঞ্চনগড়িয়ায় দ্বিজ হরিদাসের বসতি ছিল।

এই আবেষ্টনীর মধ্যে মাণিক্যডিহি গ্রাম অবস্থিত। মধ্যযুগে ইহা খুবই সমৃদ্ধ ছিল। বহুজাতি এখানে বাস করিত। বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রোত এখানে খরতর রূপে প্রবাহিত হইত। বহু মন্দির ছিল। প্রত্যহ হরি-নামের ধ্বনি গ্রামকে মুখরিত করিয়া রাখিত। তিনটীটোলে ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। কয়েকটী বৈষ্ণব মহান্তের আখড়া-বাড়ীও ছিল। গ্রামের চাতরা নামক ভূমিখণ্ড শ্রীশ্রীরাধাবল্লভদেবের দেবত্র সম্পত্তি ছিল। গোপালপুর নামক স্থানেও অনেক দেবত্র ছিল। কালের কুটিল গতিতে আজ সবই লুপ্ত! কবির ভাষায় বলিতে গেলে "আজি শব-নীরব, রে যমুনে সব, গত যত বৈভব কালেও।" আজ সবই গিয়াছে। আছে মাত্র ভাল মন্দের স্মৃতি। নীলকরের অত্যাচারস্মৃতি—আজ অনেকেই ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রামের ১ মাইল পূর্ব্বে কুল বাড়িয়া গ্রামে এক নীলকুঠি ছিল। ঋষিকল্প গৌরাঙ্গ গোস্বামিচরণের প্রপৌত্রী লক্ষ্মীদেবী যখন গ্রামের গঙ্গাতীরে সহমৃতা হন তখন বিরাট জনতা ঐ দৃশ্য দেখিতে আসিয়াছিল। প্রবাদ—সে সময় কুলবাড়িয়া কুঠীর অধ্যক্ষ ডেণ্টন সাহেবও ঐ স্থলে উপস্থিত ছিলেন; এবং ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্য

দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবীর পরিত্যক্ত বস্ত্র সতীর কাপড় বলিয়া পরম সমাদরে রক্ষিত হয়। লোকে একটু একটু করিয়া চাহিয়া লইয়া যাওয়া উহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। উহার শেষ খণ্ড শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামীর জননী ৺নীরদবরণী দেবীর তত্ত্বাবধানে ছিল। ইঁহার ১৩৪৩ সালে মৃত্যু হয়। সহমরণের সময় লক্ষ্মীদেবীর পুত্র মদনের বয়স মাত্র দুই বৎসর ছিল। মদন পরে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতৃস্থান শান্তিপুর। তথায় ইঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আজিও শোনা যায়। সহমরণের সময় আনুমানিক ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ।

বিষ্ণুদাসের কুলজীনামা

আচার্য্য শ্রীলমাধবেন্দ্রপুরী (A)

শ্রীলবিষ্ণুদাসআচার্য্য (B)

শ্রীলজয়কৃষ্ণদাস আচার্য্য (C)

শ্রীলরাধাবল্লভ গোস্বামী (ইনি সাধক ছিলেন)

রামচন্দ্র | কানুরাম | অনিরুদ্ধ

লক্ষ্মী | সরস্বতী

(কানুরামের পুত্র ছিল না)

(ক) রামচন্দ্রের বংশতালিকা

রামচন্দ্র

রত্নেশ্বর

হরেকৃষ্ণ | নাগরানন্দ | বৃন্দাবনচন্দ্র | শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র

গৌরাঙ্গ (D) | সদানন্দ

ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। ইঁহার পত্নী হলধরকে স্বীয় উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করেন। (E)

ইনি অবিবাহিত; পিতার জীবদ্দশায় ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

জগমোহন | সর্ব্বানন্দ

ইনি নিঃসন্তান। ইঁহার পোষ্যপুত্রকৃষ্ণকান্ত গোস্বামী।

ইনি অপুত্রক। ইহার কন্যা ফুলবালা দেবী তঁহার পুত্র মথুরানাথ মজুমদার।

(১) গৌরাঙ্গের বংশতালিকা

গৌরাঙ্গ

পরমানন্দ
অনাথবন্ধু
ইনি অপুত্রক।

গোপীকান্ত
বিশ্বম্ভর
ইনি নিঃসন্তান।
দুইটী কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী। (G)
লক্ষ্মীর গর্ভে শান্তিপুরনিবাসী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ৺মদনগোপাল গোস্বামী প্রভুপাদের জন্ম হয় (F) দুই বৎসর বয়স্ক মদনকে রাখিয়া লক্ষ্মীদেবী সতী হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণকান্ত
ইনি জগমোহন গোস্বামীর পোষ্যপুত্র।
ইনি অপুত্রক।
এক কন্যা মনোমোহিনী দেবী।
শান্তিপুরে বিবাহ হয়। ইঁহার তিন পুত্র।

মুরলীধর
পবনচন্দ্র

রাধাবল্লভ
গোকুলকৃষ্ণ
ইনি অপুত্রক

রাধাবিনোদ
রাধাগোবিন্দ
ইঁহাদের বংশধরগণ কেহ শান্তিপুরে কেহ বা শ্রীবৃন্দাবনে বসবাস করেন।

গেবিন্দলাল
ইনি অপুত্রক।
কন্যা আনন্দময়ী দেবী।

কানাইলাল
ইনি অপুত্রক।
ইঁহার দুইটী কন্যা ছিল।

নন্দলাল
বিহারীলাল — বিবাহ নাস্তি
বিপিনলাল — বিবাহ নাস্তি

গোপাললাল

হরিমোহন
দুর্লভচন্দ্র শৈশবে মৃত্যু হয়।
হরিমাহনের পত্নী প্রসন্নময়ী ৺রাম গোস্বামীকে উত্তরাধিকারী করেন

(২) সদানন্দের বংশাবলী

সদানন্দ

- বংশীধর
- হলধর — ইনি বৃন্দাবন চন্দ্রের উত্তরাধিকারী
- মাণিকচন্দ্র
- শচীদুলাল

(৩) বংশীধরের বংশাবলী

বংশীধর

- াধাগোবিন্দ — নি সাধক ও পুরুষ ছিলেন। প্রায় শতবৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।
  - দীনবন্ধু — নিঃসন্তান
  - প্রাণবন্ধু — নিঃসন্তান
  - শশিভূষণ — ইনি পাবনা জেলায় সাঁইপাই কদমতলীর গোস্বামী-গৃহে পোষ্যরূপে গৃহীত হন। ইঁহার বংশধারা তথায় রহিয়াছে।
    - কৃষ্ণনাথ — নিঃসন্তান ১৩২৩ সালে মৃত্যু (I)
    - বামনদাস (কাব্যতীর্থ) (J) — হরিদাস
    - রামরাম (K) — ১৩৩৫ সালে মৃত্যু ইনিই ৺প্রসন্নময়ী দেবীর উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ইঁহার চারি পুত্র
      - যোগেশচন্দ্র — ইনি নিঃসন্তান ৩৩৭ সালে মৃত্যু
      - সুরেশ — ১৩২৩ সালে শৈশবে মৃত্যু
      - রাধেশ — ১৩২৩ সালে শৈশবে মৃত্যু
      - দেবেন্দ্রনাথ
    - যতীন্দ্রমোহন (কাব্যতীর্থ) (L) — ইঁহার বংশাবলী পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য
  - মুকুন্দচন্দ্র — নিঃসন্তান
- কালাচাঁদ — নিঃসন্তান
- গগনচাঁদ — নিঃসন্তান
- বিজয়চাঁদ — নিঃসন্তান
- (H) বীরচন্দ্র — ১২৭১ সালের ঝড়ে মৃত্যু হয়।
  - গোকুলচন্দ্র নিঃসন্তান

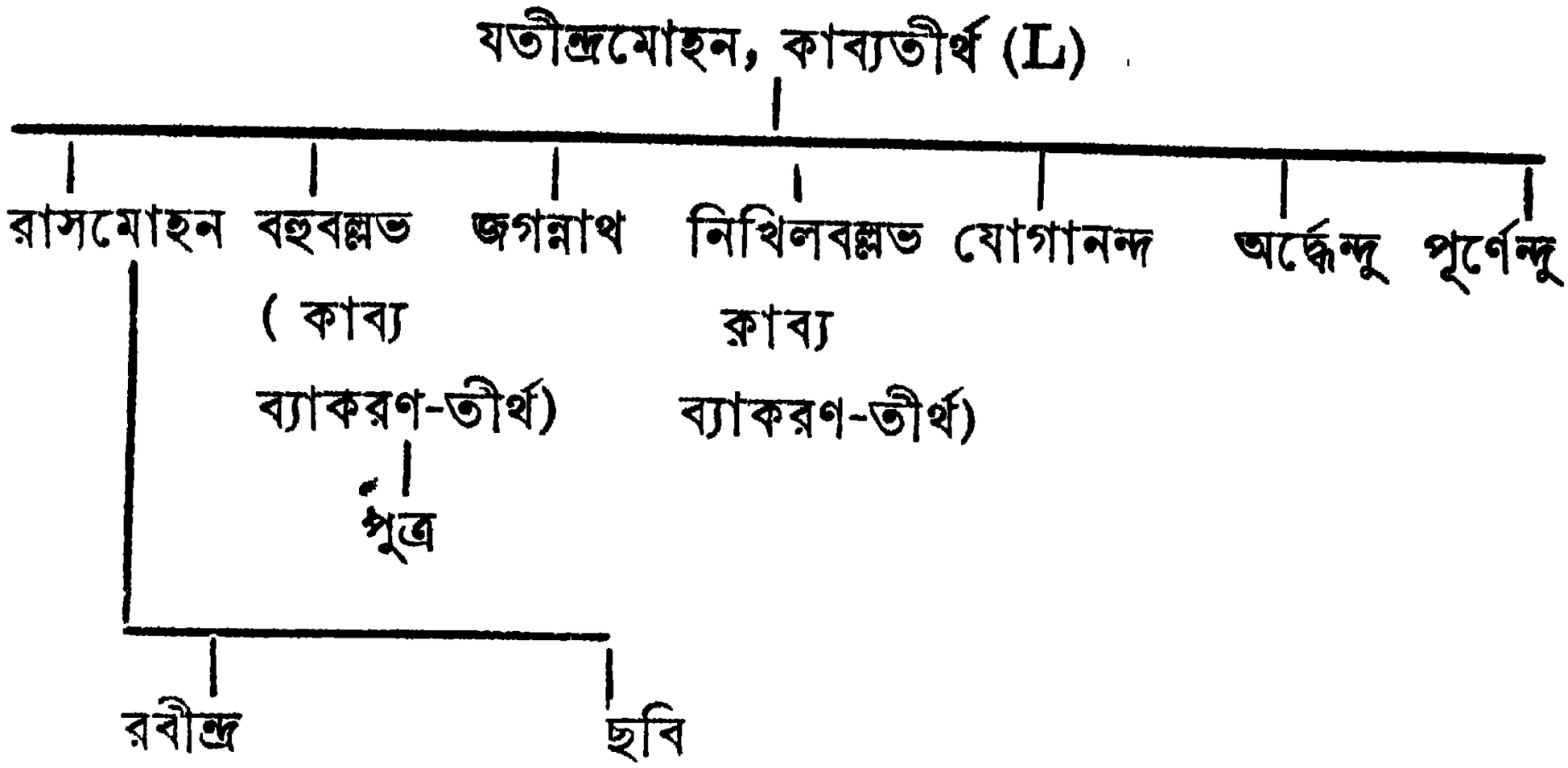
যতীন্দ্রমোহন, কাব্যতীর্থ (L)
রাসমোহন
বহুবল্লভ
(কাব্য
ব্যাকরণ-তীর্থ)
পুত্র
জগন্নাথ
নিখিলবল্লভ
কাব্য
ব্যাকরণ-তীর্থ)
যোগানন্দ
অর্দ্ধেন্দু
পূর্ণেন্দু
রবীন্দ্র
ছবি

(৪) হলধরের বংশলতা

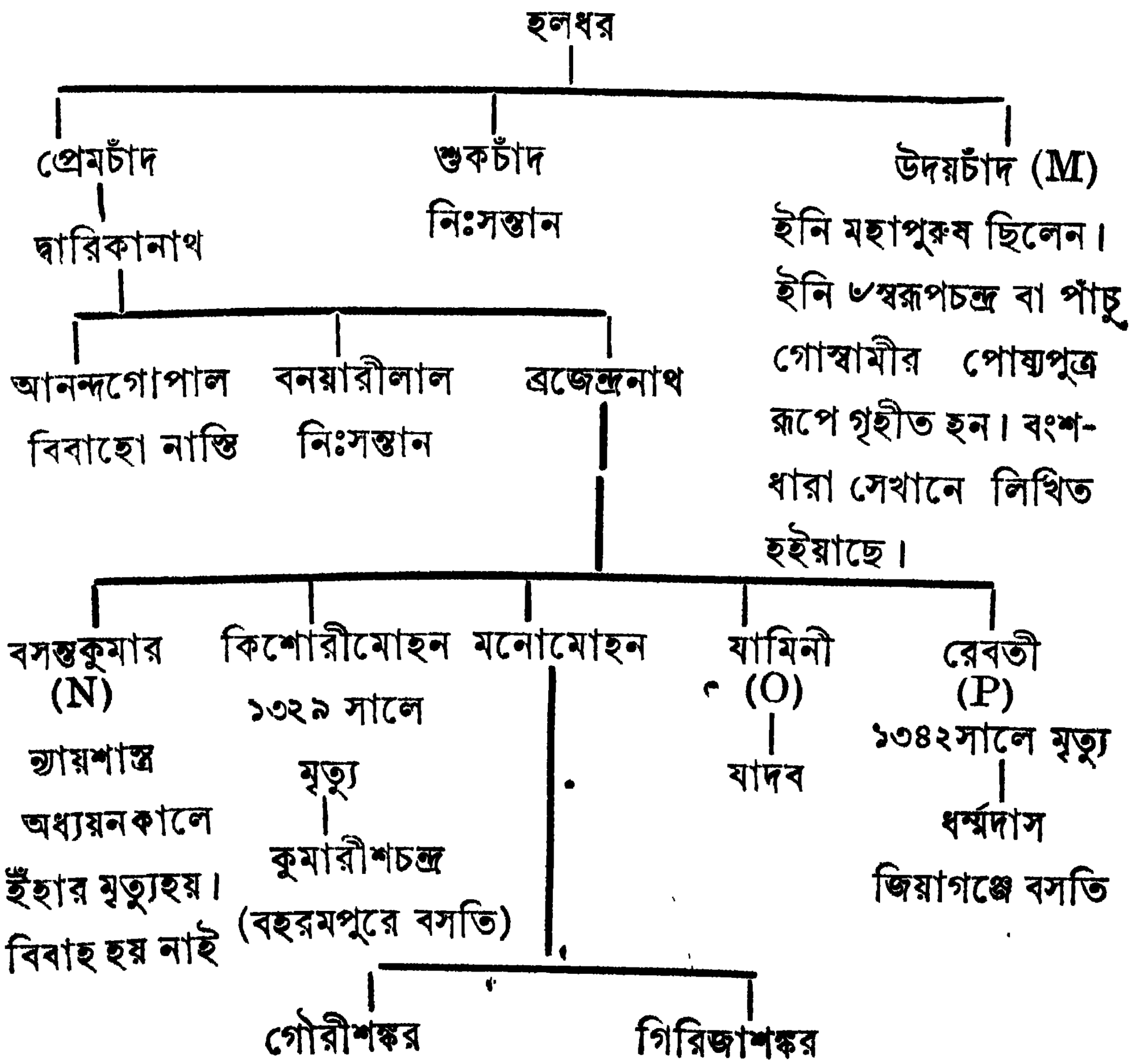
হলধর
প্রেমচাঁদ
দ্বারিকানাথ
শুকচাঁদ
নিঃসন্তান
উদয়চাঁদ (M)
ইনি মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি ৺স্বরূপচন্দ্র বা পাঁচু গোস্বামীর পোষ্যপুত্র রূপে গৃহীত হন। বংশ-ধারা সেখানে লিখিত হইয়াছে।
আনন্দগোপাল
বিবাহো নাস্তি
বনয়ারীলাল
নিঃসন্তান
ব্রজেন্দ্রনাথ
বসন্তকুমার (N)
ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নকালে ইঁহার মৃত্যুহয়। বিবাহ হয় নাই
কিশোরীমোহন
১৩২৯ সালে মৃত্যু
কুমারীশচন্দ্র
(বহরমপুরে বসতি)
মনোমোহন
যামিনী (O)
যাদব
রেবতী (P)
১৩৪২সালে মৃত্যু
ধর্ম্মদাস
জিয়াগঞ্জে বসতি
গৌরীশঙ্কর
গিরিজাশঙ্কর

(৫) মাণিকচন্দ্রের বংশধারা

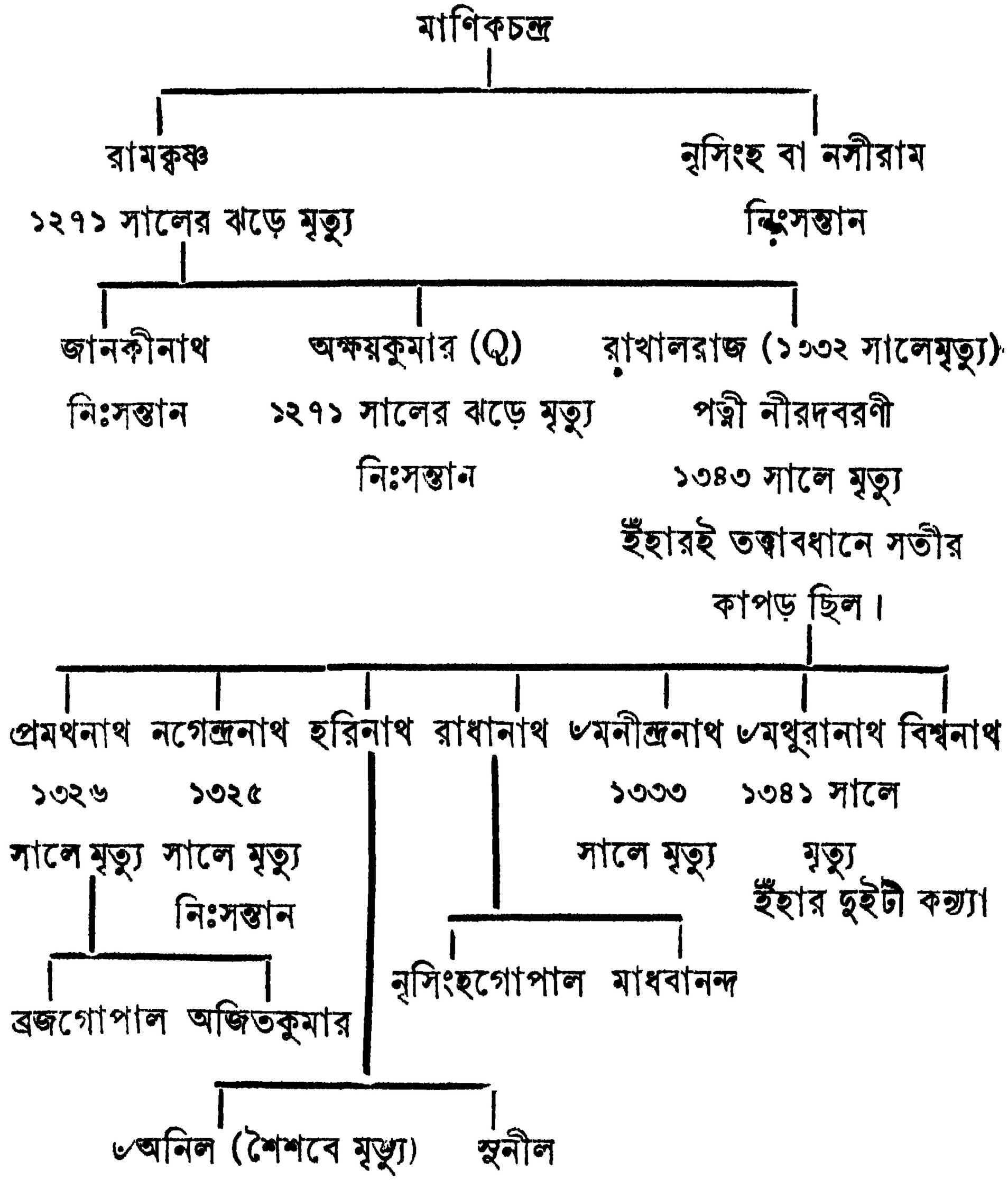

(৫) শচীদুলালের বংশলতা 'ক'

শচীদুলাল (ইনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন)

- রাধাকান্ত
  - রসরাজ (R) ১২৭১ সালের ঝড়ে মৃত্যু নিঃসন্তান
  - কৃষ্ণচৈতন্য শৈবেমৃত্যু
  - ইঁহার মাতা মহামায়াদেবী প্রসন্নগোপালকে উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করেন।
- শ্রীকান্ত নিঃসন্তান
- চন্দ্রকান্ত নিঃসন্তান ইনি উৎকৃষ্ট সেতারী ছিলেন
- সূর্য্যকান্ত অবিবাহিত
- লক্ষ্মীকান্ত
  - দুইটী মাত্র কন্যা সুশীলাবালা ব্রজমতী
  - রাধারমণ (S) ১৩০১ সালে মৃত্যু
    - লাড়্লিলাল বা নারিণীলাল ১৩২৫ সালে মৃত্যু
      - ৺ক্ষুদিরাম ১৩২৬ সালে মৃত্যু বিবাহোনাস্তি
      - ৺নন্দলাল
      - অমৃতলাল ১৩৩০সালেমৃত্যু বিবাহো নাস্তি
- রাধামোহন বিবাহো নাস্তি

বল্লভীকান্ত

ইঁহার বংশাবলী পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

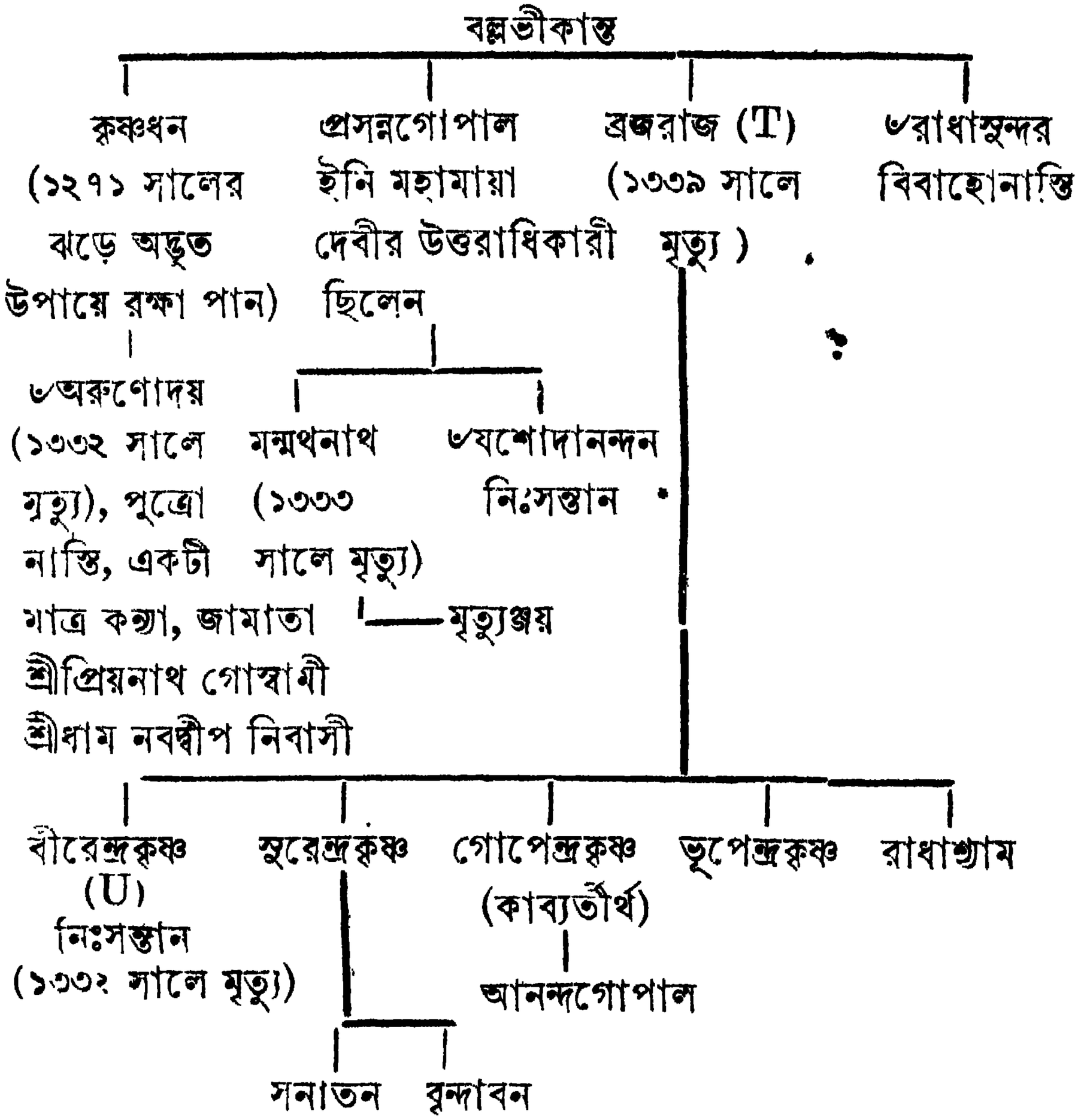

(৫) অনিরুদ্ধের বংশতালিকা 'খ'

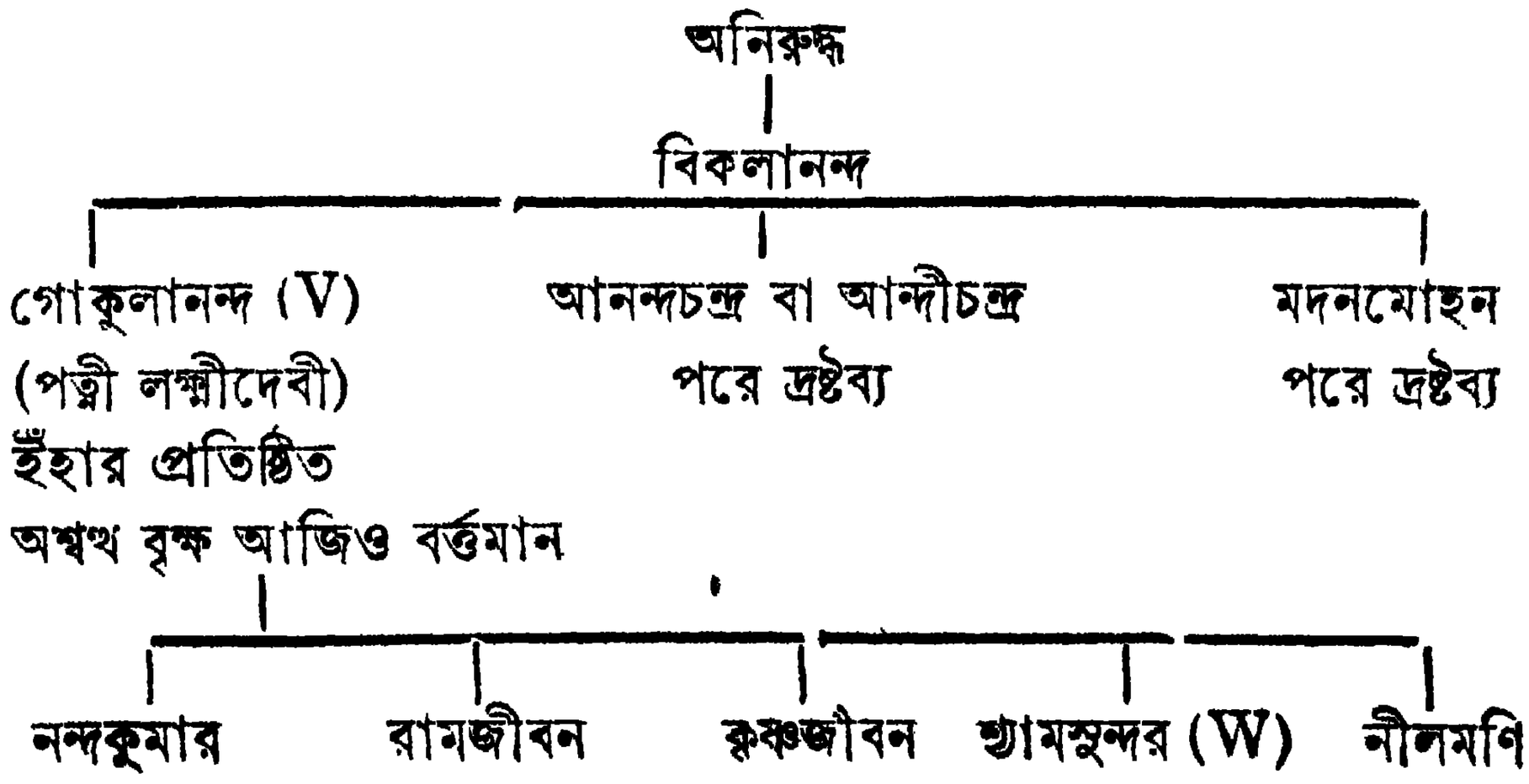

(১) নন্দকুমারের বংশধারা

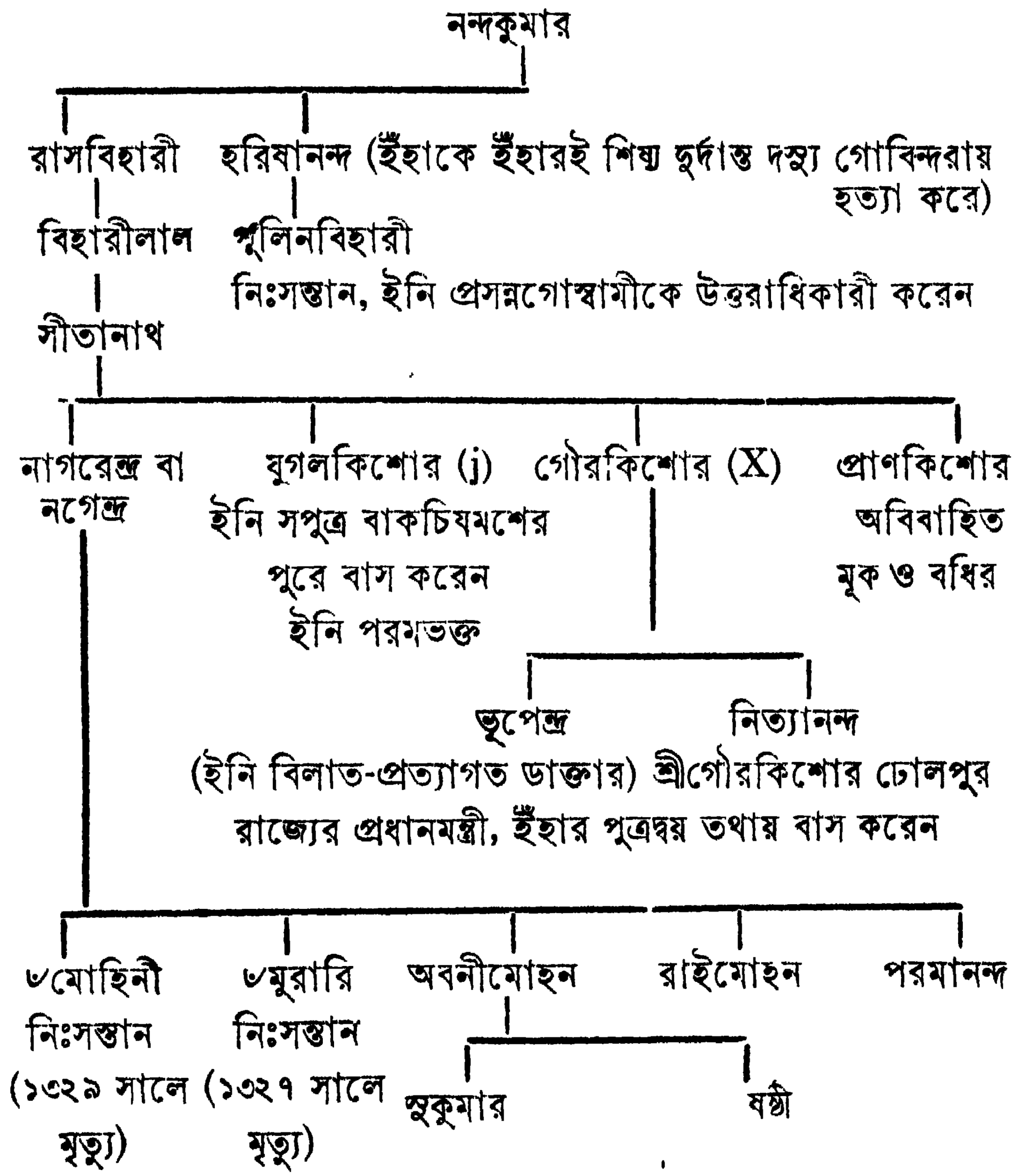

(২) রামজীবনের বংশ-তালিকা

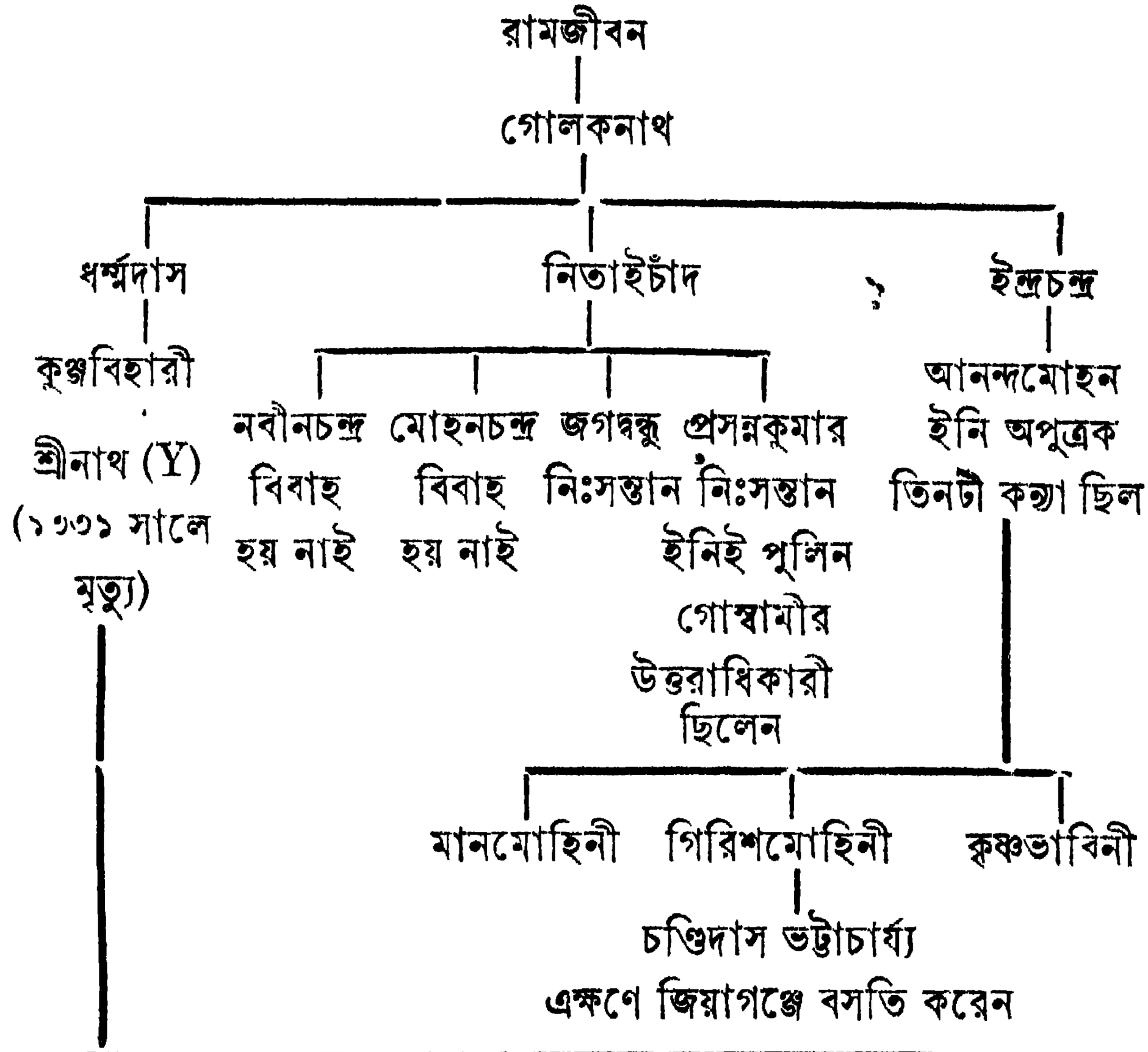

(৩) কৃষ্ণজীবনের বংশলতা

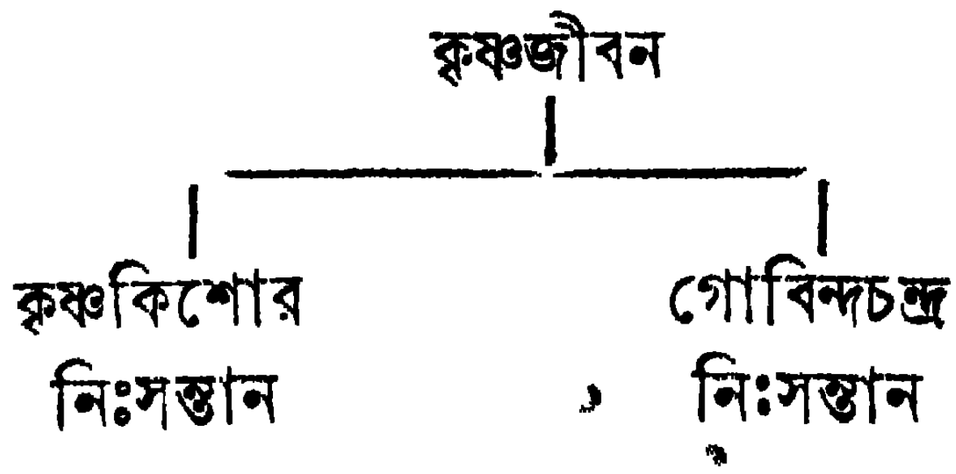

(৪) শ্যামসুন্দরের বংশধারা

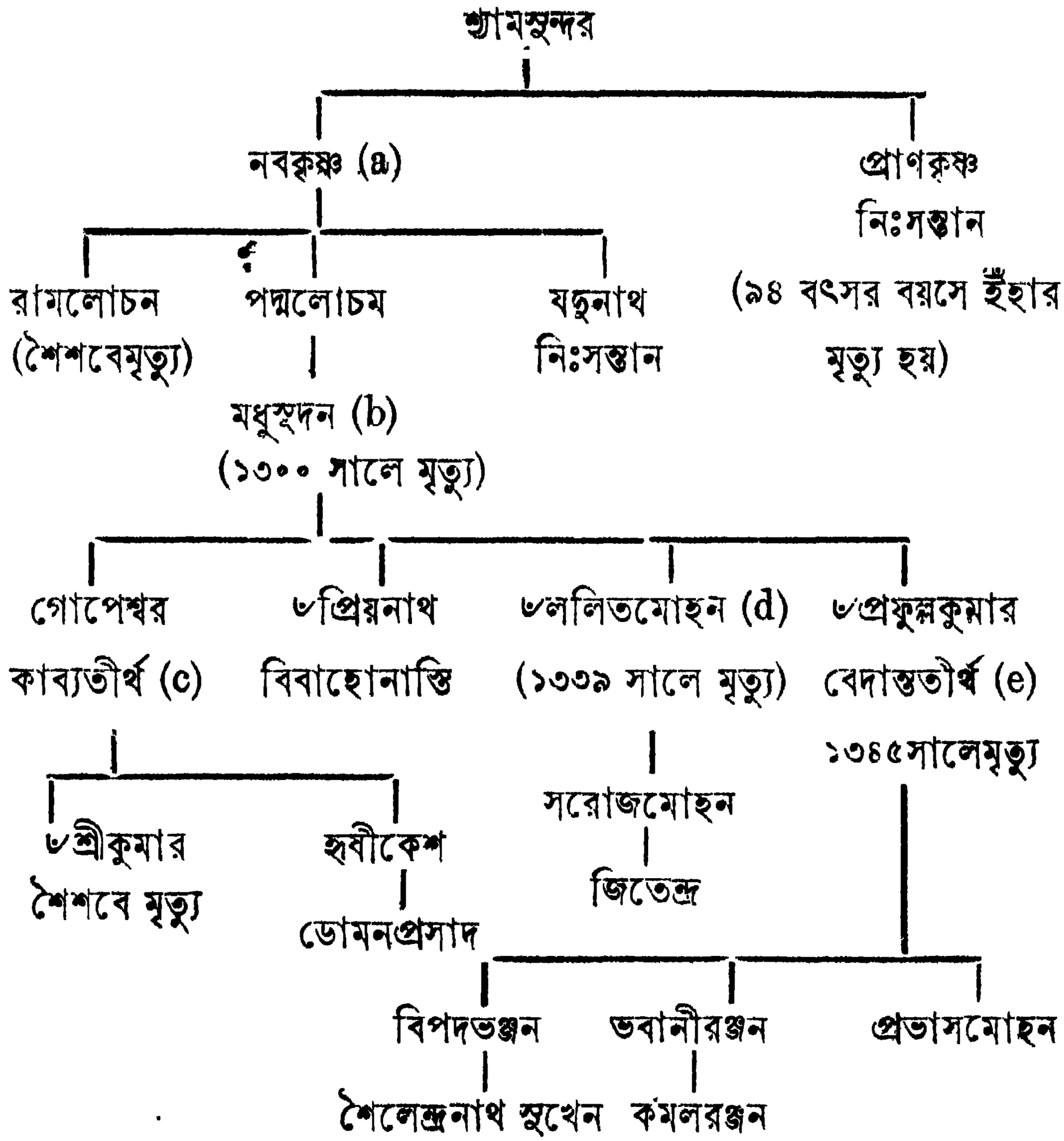

(৫) নীলমণির বংশতালিকা

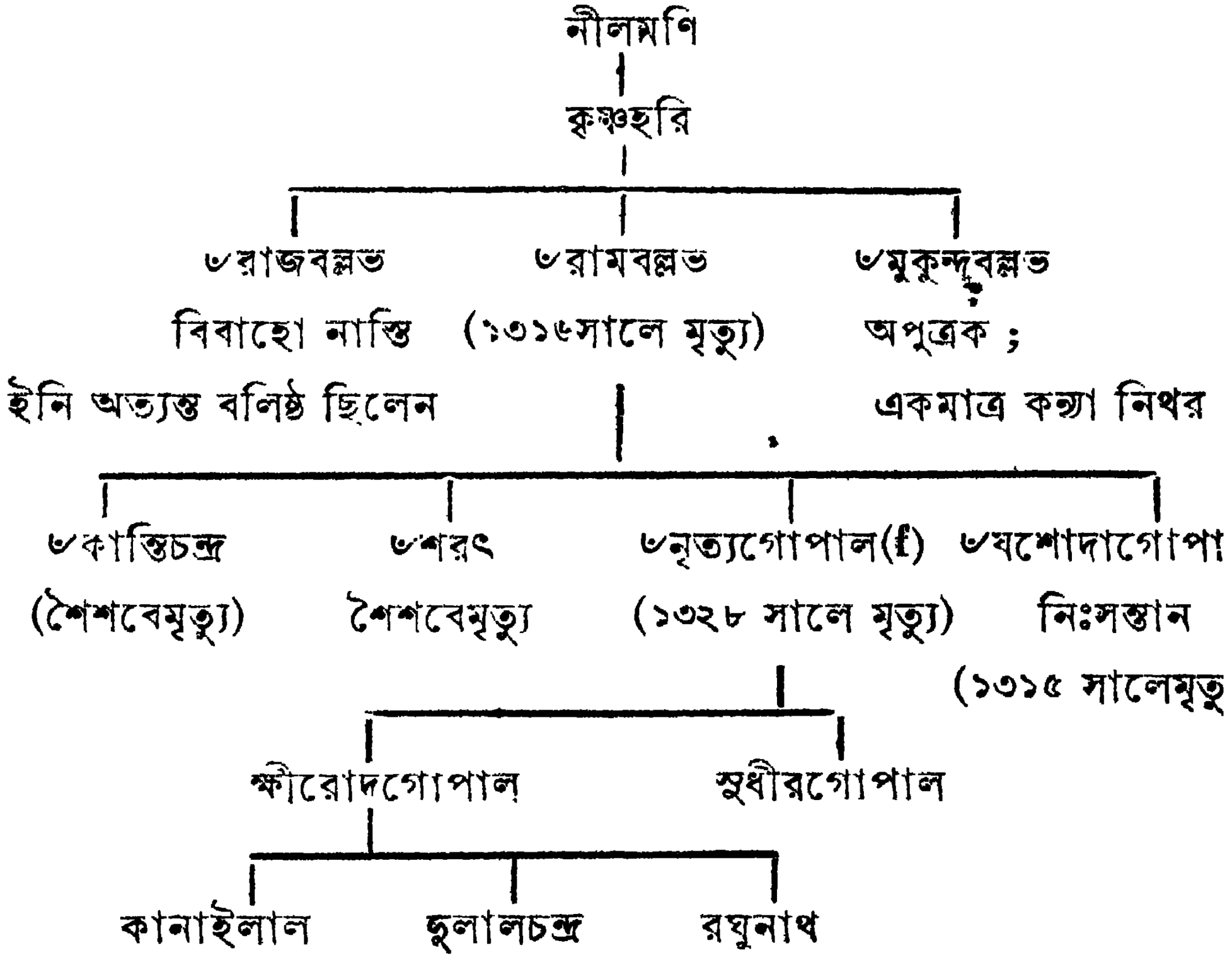

(৬) আনন্দচন্দ্র বা আন্দীচন্দ্রের বংশলতা

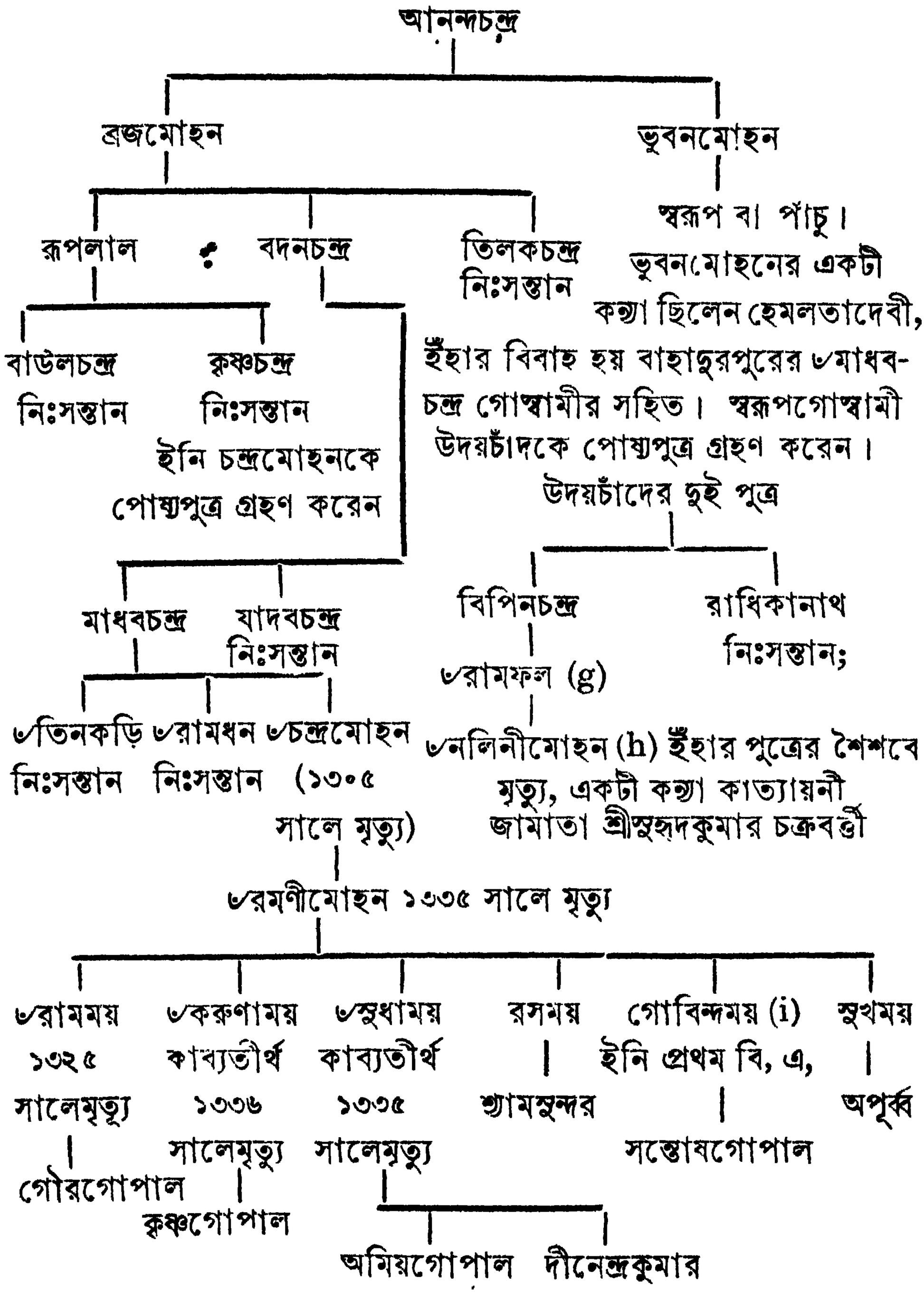

(৭) মদনমোহনের বংশধারা

মদনমোহন
|
রাধাকৃষ্ণ

| সনাতন | | |

সালে ভূমিকম্পে পড়িয়া যাওয়ায় দুইজন বৈদ্যশিষ্য গোকুলসেন ও উমেশসেন উহা পুনরায় নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

I. ইনি পরম উৎসাহে শ্রীশ্রীবিগ্রহের দোলযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

J. ইনি বংশের প্রথম কাব্যতীর্থ। ইনি ও ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীন্দ্র-মোহন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাইত।

K. ইনি ৺নবদ্বীপ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ খার্ত্ত ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্নের জামাতা।

L. বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা। বিখ্যাত পণ্ডিত ও পুরাণ-পাঠক।

M. ইনি মহাপুরুষ ; প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সাধক ও কীর্ত্তন-গায়ক।

N. ইনিই এ বংশে প্রথম ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

O. ইঁহারই গৃহে সিতাগুণকদম্বের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

P. ইনি চিকিৎসক ছিলেন।

Q. ইনি উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গ-বাদক ছিলেন।

R. প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ভাগবত-ব্যাখ্যাতা।

S. বিখ্যাত বৈয়াকরণ, অধ্যাপক ছিলেন।

T. ইনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে পণ্ডিত ও কীর্ত্তনগানে সুদক্ষ ছিলে।

U. ইনি শাস্ত্রবিদ্, গায়ক ও পুরাণকথক ছিলেন।

V. প্রসিদ্ধ সাধক, পত্নী লক্ষ্মীদেবীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থবৃক্ষ আজিও রহিয়াছে।

W. সিদ্ধ মহাত্মা, সৌম্য পুরুষ ও নাটোররাজ রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম-বন্ধু। বংশের অলঙ্কার।

X. ইনি এ বংশে প্রথমে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। বর্ত্তমানে ঢোলপুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ডাক্তার ও বিলাত-প্রত্যাগত।

Y. ইনি সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক ছিলেন।

Z. ৺নবদ্বীপ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের জামাতা।

(a) ইঁহার লিখিত ১২১৭ সালের শ্লোকমালা একখানি পাওয়াগিয়াছে। ইনি খুব ধার্ম্মিক ছিলেন।

(b) প্রসিদ্ধ পুরাণ-কথক।

(c) ইনি এ বংশে প্রথম ইংরাজীশিক্ষা প্রাপ্ত হন। পণ্ডিত, জ্ঞানী, ত্যাগী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ।

(d) ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগবত-ব্যাখ্যাতা। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

(e) এ বংশের প্রথম বৈদান্তিক। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ভাগবত-ব্যাখ্যাতা।

(f) ইনি পুরাণ-কথক ছিলেন। কীর্ত্তনগানে ইঁহার দক্ষতা ছিল।

(g) অপূর্ব্ব-দর্শন পুরুষ। ইঁহার সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার ছিল। ১৩০৯ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

(h) ইনি পণ্ডিত ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ১৩২৬ সালে মৃত্যু হয়।

(i) ইনি এ বংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। সঙ্গীতে সবিশেষ পারদর্শী।

(j) যুগলকিশোর—ইনি পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত।

দ্রষ্টব্য ঃ—পাটনার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিক্ষক শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকুমার বাক্‌চি মহাশয় এই বংশের ৺অরুণোদয় গোস্বামী মহাশয়ের ভাগিনেয় এবং নৃত্যগোপাল (ভোলানাথ) গোস্বামী মহাশয়ের জামাতা। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺রাধিকানাথ গোস্বামী, ৺মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন এবং ৺কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, ভাগবতরত্ন বি, এ, মহোদয়গণ এই বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন।

মন্তব্য ঃ—কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই কুলজীনামা আমাকে দেখিতে দিয়া আমার বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।